শেফালীগুচ্ছ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

ও প্রকাশিত।

১৭নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য ১৷৹, ১৷৹, ৸৹

উৎসর্গ।

যাঁহার রসিকতা

শেফালী ফুলের মত চল চল ও প্রাণস্পর্শী ;

যাঁহার কবিতায় শেফালী ফুলের বৈভব,

শেফালী ফুলের গৌরব ;

পরার্থে আত্মোৎসর্গ যাঁহার জীবনের

মূলমন্ত্র ;

সেই সাহিত্যকণ্ঠহার বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের

করকমলে

এই কবিতাগুলি

সাদরে অর্পিত হইল।

নিবেদন।

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশ খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া, আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল, চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, মহাশয়—মুক্তহস্তে, নিজ নিজ লিক্ষ-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া, প্রেসগুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে, এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থ গুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,—কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া, আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্কাফ্ প্রেস, মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে,আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এইজন্যই তাহারা অপূর্ব্ব! বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড় মানুষ

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায় কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দুআনি ছিল; অনুরোধস্বত্বেও বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে নিজমুখে কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

বর্ষ-শেষ ও নববর্ষ

পুরাতন বর্ষের মৃত্যু।

(১)

ঢং ঢং টং টং—যামিনী পোহায় ;
আয়ু তার শেষ হ'ল, আত্মা বাহিরায় !
আহা বুড়া ছিল বেশ ! দোষে গুণে ছিল !
কত লোকে ওর সাথে হাসিল কাঁদিল !
শশাঙ্ক দিগন্ত-তলে, বিষণ্ণ-অন্তরে,
ঢালিছে মলিন জ্যোতি চিতার উপরে !
অশ্রুজলে সিক্ত আহা আরক্ত অশোকে
ছেয়ে গেল চিতা—বুড়া গেল পরলোকে !
ঘাটেতে সংক্রান্তি বুড়া, হোমাগ্নি জ্বালিয়া,
করিছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মন্ত্র উচ্চারিয়া !
এস এস, আমরাও মৃত জনে স্মরি,
ফেলি তুটি অশ্রুবিন্দু, চিতার উপরি !
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল !—
কত লোকে ওর সাথে হাসিল কাঁদিল !

(২)

বিপুল সাম্রাজ্য ছিল, অমেয় ঐশ্বর্য্য—
সব লুপ্ত একে একে ; বুড়ার কি ধৈর্য্য !

ছ'টি পুত্রকন্যা ছিল, দু-দশটি নাতি ;—
কেহ শেষে না রহিল বংশে দিতে বাতি !
বুড়া বয়েসের পুত্র আছিল "বসন্ত",
তারেও হরিল হায় করাল কৃতান্ত !
তাই সে ভীষ্মের মত, "ইচ্ছা-মৃত্যু" ডাকি,
চলি গেল, আমা সবাকারে দিয়ে ফাঁকি !
আমরা নশ্বর নর ; মহত্ত্বের কায়া
গ্রাসে যদি কালদৈত্য, বিষাদের ছায়া
পড়ে আমাদের চক্ষে ! এস সবে মিলি,
ঢালি ওর মৃত দেহে অশ্রুর অঞ্জলি !
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল —
কত লোক ওর সঙ্গে হাসিল কাঁদিল !

(৩)

আহা ওর দোষ নাই ! হায় গো জননি,
তিন বছরের কন্যা, নয়নের মণি,
হারালে আশ্বিনে ; তব নয়নের শূল
তাই ওকি ? হে জননি, কোরো নাগো ভুল
চৈত্রমাসে, শুক্লপক্ষে, হাসিয়া হাসিয়া,
ধরিলে নবকুমার অঙ্ক বিছাইয়া !
বুড়ার আমোদ কত ছেলেদের সাথে,
সূতিকা-গৃহের দ্বারে, "সুর্প" লয়ে হাতে,
কত রঙ্গ ক'রেছিল ! কেন তবে রোষ ?

ও'ত অবস্থার দাস,—ওর নহে দোষ !
অন্নপ্রাশনের দিন দেখিবার সাধ
ওরো ছিল ; বিধি কিন্তু সাধিল গো বাদ !
অতি বড় শত্রু যারা, তারো তরে শোক
করি মোরা ; ওতো ছিল আপনার লোক !
এস তবে, আমরাও মৃত জনে স্মরি,
ফেলি দুটি অশ্রুবিন্দু চিতার উপরি !
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল !—
কত লোকে ওর সঙ্গে হাসিল কাঁদিল।

নববর্ষের অভিষেক।

(১)

সারথী চালায় রথ ; রথের ঘর্ঘর
ওই শোন, ওই এল নব বংশধর,
অনন্তের—নববর্ষ, নবীন ভূপতি,
মাস, দণ্ড, ঋতু, পল, তাহার সংহতি !
ওই এল—খুলে গেল পূর্ব্বাশার দ্বার !
একি দৃশ্য ! জ্যোতিঃ খেলে আলোক-ছটার

(২)

তিগ্মতেজা দ্বাদশটি অশ্ব ছিল যোড়া—
পূরব-তোরণ-দ্বারে সব হৈল খাড়া !
মানে না লাগাম রাশ, মানে না'ক বাগ,—
দেখিছ ও ঘোটকটি ? রথ—পুরোভাগ
দাঁড়াইয়া, খুর্ দিয়া বিদারে মেদিনী !—
"বৈশাখ" উহার নাম, অশ্ব-শিরোমণি !

(৩)

আহা কি সুন্দর-কান্তি নবীন ভূপাল
প্রশান্ত ললাটে কিবা বালার্কের জাল !
সৌম্যমূর্ত্তি ; দুই চক্ষে দীপ্তির বিকাশ,—
দেবের সেনা-নায়ক ধরায় প্রকাশ !
প্রতি অঙ্গে দৃপ্ততেজে বিহরে যৌবন—
অনঙ্গের বেশে যেন দেব ত্রিলোচন !

(৪)

দিগঙ্গনা চক্রাকারে করে হুড়াহুড়ি,—
কুঙ্কুম ও চন্দনের করে ছড়াছড়ি ;
সুগন্ধী গোলাপজল অঙ্গে দেয় ঢালি,
হাস্যমুখে দেয় কেহ অশোকের ডালি !
কোন বালা থালে লয়ে আম্রপুষ্প-মালা,
হাসিয়ে, করিয়ে দিল সুকণ্ঠ উজ্জালা !

(৫)

প্রভাত-মঙ্গল গায় পিক পিকবধূ,
এস, এস নববর্ষ, তব মুখবিধু
হেরিবারে, আমরাও যত নর নারী,
এ প্রভাতে, দাঁড়াইয়া আছি, সারি সারি !
ভালে তব টীকা দিতে "নবপঞ্জী"-কার
আছে দাঁড়াইয়া, ওই ব্রাহ্মণ-কুমার !

(৬)

অভিষেক হ'ল শেষ—ওহে নব রাজা,
পুরাতন বরষের পুরাতন প্রজা
ছিনু মোরা ; হেরি তব সুন্দর আনন,
নব আশা নবোৎসাহে ভরিল জীবন !
দীন দুঃখী কবি আমি, দুঃখের সংসারে,
আমিও বেঁধেছি সুর পুরাণো সেতারে !

(৭)

সম্রাট-নীতির ব্রতে হ'ল তব দীক্ষা ;
শোন, শোন, নরপতি, প্রজাদের ভিক্ষা ;—
কঙ্কাল-মূরতি ওই বিকট রাক্ষস,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, ঘোষিছে অযশ
পূর্ব্ব নৃপতির ; শীঘ্র কর সুবিচার,—
রক্তপায়ী রাক্ষসেরে করিয়ে সংহার !

(৮)

ধনী আর দরিদ্রের বিবাদ ঘুচাও!
সত্যের ললাট হ'তে মিটাইয়া দাও
ভাবনা-ভ্রুকুটি-রেখা ;—"হরিনাম"-লেখা
আকাশে উড্ডীন কর ধর্ম্মের পতাকা!
হিরণ্ময়ী ভারতীর সারস্বত কুঞ্জে,
বসাও ফুল্ল কুসুমে, মধুকরপুঞ্জে!

(৯)

সেই স্বর্ণময় কুঞ্জে, রবি, জ্যোৎস্নানাথ,
ঢালুক্ গো দিবারাত্রি আলোক-প্রপাত!
সরলা বালার আহা পাদপদ্ম চুমে,
সাহিত্য অশোকতরু, কুসুমে কুসুমে,
যাক্ ভরি ; গান গায় দিগঙ্গনা বালা—
আমিও সারিয়া লই বেসুরা বেহালা!

সুরাপাত্র।

ভালবাসা-সুধারাশি আছিল রে ভরা,
আমার এ কবিদেহ স্ফটিক-আধারে ;-
মিটায়ে প্রাণের তৃষা, পিয়াইতে তারে,
আয়াস প্রয়াস তবু বৃথা হ'ল করা!

চুম্বিয়া ঢালিতে যাই অধরের দ্বারে,—
ঢলিয়া সে সুধা হয় কলঙ্ক পসরা ;
আলিঙ্গি ঢালিতে যাই আত্মার মাঝারে,—
শিহরি স্ফটিকাধার চুম্বে গিয়া ধরা !
হে মৃত্যু ! এ কাচপাত্র পাথরে আছাড়ি,
(সুধা ঢালি অন্য পাত্রে !) ক'রে ফ্যালো চূর :
নিশি নিশি শিহরণ শিহরিতে নারি,
করি মোরা তৃষা দূর, পিয়ে ভরপূর !
গড়িল চতুর শিল্পী, কোন্ মতিভ্রমে,
ভঙ্গুর এ নরদেহ-স্ফটিক অধমে !

*　　*　　*

স্বুরা।

চুম্বন ও আলিঙ্গন, দরশপরশে,
প্রাণের সে তীব্রতৃষা মিটিল না তার !
স্ফটিকের নহে দোষ ; সুধা-সোমরসে,
কে যেন কি ঢালি গেছে অজ্ঞাতে আমার !
অহো কি দুর্দৈব ঘোর !—তাই বুঝি হায়,
জল জল, শুধু জল, মোর ভালবাসা ?

শূন্যদেহে আলিঙ্গন, শূন্যেতে মিলায় !
আমিও বিধবা আজি, বিক্লবা, বিবশা !
যৌবনে এ সুধারাশি পিয়ে ভরপূর,
কি অপূর্ব্ব সুরপুরী ভাতিত নয়নে !
ত্রিদশের করতালি, অপ্সরী-নূপুর,
মন্দাকিনী কলকল, বাজিত শ্রবণে !
কপালে কঙ্কণ এবে হানিছে কল্পনা,—
অতৃপ্ত প্রেমের অহো দারুণ ঝঞ্ঝনা !

চৈত্র-সংক্রান্তি

(১)

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন যায়, যায়, যায়—
ছদ্মবেশে চু'মে রবি সোণালি সন্ধ্যায় !
শান্ত হ'ল "চড়ক-পূজার" গণ্ডগোল ;
ক্ষুব্ধ হয়ে, স্তব্ধ যেন সমুদ্রের রোল !
হেনকালে, গ্রাম-প্রান্তে, এ উদ্যানে আসি,
সুধাইনু—"একা হেথা, কে তুমি উদাসি ?"

(২)

"কে আমি ?"—অধর টিপি, মূরতি হাসিল,-
আকর্ণ-বিশ্রান্ত-নেত্রে বারেক চাহিল।

চিনি চিনি করি, শেষে চিনিতে পারিনু ;
"চৈত্র ! তুমি হেথা কেন ?" তারে সুধাইনু !
"হেথা কেন ?" বলি চৈত্র দীর্ঘশ্বাসে কয় :
"আর কেন ? হইয়াছে বিদায়-সময় !"

(৩)

"হে চৈত্র, বিচিত্র চিত্র একি এ নেহারি !
মলিন মুখ-চন্দ্রমা হায় গো তোমারি !
ওই পাণ্ডু ইন্দু যথা পূরব আকাশে,
(বঙ্গের বিধবা সমা) ম্লান মুখে হাসে—
গোলাপী কপোল কোথা ? অশোক অধর ?
চম্পকের বীরবৌলি ? কঙ্কণ সুন্দর ?

(৪)

হে চৈত্র, মনে কি নাই ঘণ্টাকর্ণ-পূজা ?
আর তব হাসিরাশি, যবে দশভুজা,
বাসন্তী পূজার দিনে, প্রসন্না হইয়া,
(বিস্মরি পদ্মের গন্ধ) লইলা তুলিয়া,
হে চৈত্র, তোমারি দত্ত প্রীতি-উপহার,—
স্বর্ণবর্ণ কর্ণিকার, বসন্ত-বাহার ?

(৫)

অশোকষষ্ঠীর দিনে প্রভাতের বেলা,
পুষ্প আহরিতে গেল যুবতীর মেলা !

উত্থানের উড়ে মালী ক্রোধে করে মানা—
হে চৈত্র, অদৃশ্যে তুমি করিলে তাড়না
পায়ে তার বুড়া যবে পড়িল মাটিতে,—
মিশিল তাদেরো হাসি তোমার হাসিতে!

(৬)

নবমীর দিনে, লয়ে রামচন্দ্রে কোলে,
তুমিই না মেতেছিলে শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে?
বাহিরে, মন্দির-প্রান্তে জন-কোলাহল,
উপরে বিশুভ্র করি সারা ধরাতল,
হাসে শশী; টুপ্ টাপ্ ঝরিছে কুসুম,
অশোক হইতে; তব চক্ষে নাহি ঘুম!

(৭)

সেই তুমি!—মনে নাই "মদন-পূজায়"
লাল লীলা, লাল খেলা, লাল বাসনায়?
মুহুর্মুহু করে কুহু বাসন্ত কোকিল!
ধূপগন্ধে ক্ষিপ্ত-প্রায় মলয়-অনিল!
বিরহিণী গিয়াছিল পূজা হেরিবারে;—
গৃহে ফিরি, প্রত্যাগত পতিরে নেহারে!

(৮)

অন্নপূর্ণা-পূজা-দিনে দেবদারু-তল
মন্দির-বাহিরে! তথা বৃষভ-যুগল

শুয়েছিল। তোমারি না ইঙ্গিত পাইয়া,
পল্লী-বালকেরা তার গলে দোলাইয়া
দিল অতসীর মালা ? কি বিচিত্র ঘটা !
শুক্ল নীরদের বক্ষে শশাঙ্কের ছটা !

(৯)

হে চৈত্র, মনে কি নাই নিশি-জাগরণ ?
পূর্ণিমার শুভ্রনিশি একান্তে পালন ?
ঝুরু ঝুরু বহে আহা দক্ষিণা মলয় !
কল্পনার ভুজে বাজে কঙ্কণ বলয় !
পালঙ্কে জ্যোৎস্না-জলে ফোটে পদ্মফুল,—
প্রেমিকের আঁখি-অলি সৌরভে আকুল !

(১০)

সেই তুমি ; আজি তব কোথায় সে হাস ?
অলক ভ্রমর-পাঁতি ? বিলাস ? বিন্যাস ?
নয়নে খঞ্জন কই ? সুকণ্ঠে কোকিল ?
নিঃশ্বাসেতে পুষ্পাসব ? বাসন্ত অনিল ?
কোথায় সে মৃগযূথ, করিত লোকন,
এক দৃষ্টে, কান্তি তব, ভানু-বিগঞ্জন ?

(১১)

বাসন্ত উল্লাস-গৃহে, "বাসরের বর"
তুমি ছিলে ; পুষ্পময় তোমার টোপর,

কোথা গেল ? রক্ত চেলি ? সুন্দর উড়ানি ?
লতার অঙ্গুরি ? (হেরি বসন্তের রাণী,
হেসে সারা হ'ত নিত্য !) পুষ্পের সম্ভার
চক্রে চক্রে দোলে যাহে, কোথায় সে হার ?"

(১২)

কথা শুনি, প্রতিধ্বনি কহিল "কোথায় ?"
কথা শুনি, চৈত্র কহে—"কোথায় রে হায় ?"
"বিদায় বিদায় কবি ; দিন দুই আর
কাঁদিবে কোকিল, ভৃঙ্গ করিবে ঝঙ্কার !
পুরাতন বর্ষ শেষ ! আমি যাই !—যাই !
প্রভাতে দেখিতে পাবে, আর আমি নাই !"

বৈশাখ।

(১)

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল,
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল !
স্বামী তার, "চৈত্রমাস," অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জানু করি নত,
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস ?
রুদ্রের মূরতি ওযে !—একি সর্ব্বনাশ !

(২)

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে !
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম, মাখি কুতূহলে,
তপে মগ্ন,—চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে ?
হে চৈত্র, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা ! নাশিতে জীবন,
রোষান্ধ বৈশাখ ওই, মেলিল নয়ন !

(৩)

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে "কি কর কি কর,"—
নব উষা বলে—"ক্রোধ সম্বর, সম্বর !"
কোকিল ডাকিল মুহু, করিয়া মিনতি ;
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি !
বৃথা ! বৃথা !—বৈশাখের দু চক্ষু হইতে,
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে, আচম্বিতে !

(৪)

ভস্ম হ'ল চৈত্র মাস ! হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দূর-বিন্দু, বাসন্তী যামিনী !
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া !
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া !
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,—
ভিজিল শিরিষ-পুষ্প নয়নের নীরে !

(৫)

আম্রের বাছনিদের সুহরিত দেহ
ভরি গেল রক্তপীতে, খসি গেল কেহ!
কঠিন উপলে বসি সারস সারসী,
বিহগ-ভাষায় ডাকে—"কোথায় সরসী!"
গহন অরণ্যে ছায়া পলাল তরাসে,—
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সন্তাষে!

(৬)

লতিকা পড়িল লুটি তরুর চরণে;
বনস্থলী পতিহীনা নবীন যৌবনে!
দিন বলে "এবে আমি খেটে হব সারা,"
রাত্রি বলে "হায় আমি এবে আয়ু হারা।"
দম্পতি, যুক্তি করি, "বিরহে" ডাকিল।
"কল্পনা"—কবির বধূ—বিদায় মাগিল!

লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন।

নহে এ মচ্ছি-ভবন; সুধু তার ছায়া,
যে অদ্ভুত সৌধ এবে আছে বিদ্যমান—
জানি না কেমন ছিল সে বিপুল কায়া,
ছায়া যার এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সুমহান!

যেন কোন মহাদৈত্য, আহবে জিনিয়া,
খুলিয়া রেখেছে ক্লান্ত ভীম শিরস্ত্রাণ!
যেন কোন মহাদম্ভ, সর্ব্বস্ব গ্রাসিয়া,
ব্যোম-মার্গে আছে করি বিকট ব্যাদান!
হে ভীষণ সৌম্য-মূর্ত্তি! বিরাট-আকৃতি!
সঙ্কোচিয়া সর্ব্ব অঙ্গ, নিস্পন্দ-নয়নে,
ভাবমুগ্ধ, একদৃষ্টে, চাহি তব পানে,
বিস্ময় ধরেছে হেথা পাষাণ-মূরতি!
চঞ্চলা বিস্ময়-কন্যা, পথ হারাইয়া,
সুড়ঙ্গ-রহস্যে তব বেড়ায় ছুটিয়া!

কবির সুধাপান।

(১)

জীবন-দীঘির তটে, মরণ হাঁকিয়ে বলে—
"সুধা লহ লহ।"
মধুর সে ডাক শুনি, আকুল ব্যাকুল হয়ে,
পতিহীনা ছাড়ে নিজ গেহ!
নয়নে দুরন্ত হাসি, দুহাতে অঞ্জলি পাতি,
বলে বামা—"সুধা দেহ, দেহ।"

(২)

জীবন-দীঘির তটে, মরণ হাঁকিয়ে বলে !—
"সুধা লহ লহ।"
রঙ্গিণ সে ডাক শুনি, দারা-পুত্র-সর্ব্বহারা,
হতাশ, ছাড়িল নিজ গেহ !
দীঘির শীতল জলে, ধৌত করি ম্লান মুখ,
বলে বুড়া—"সুধা দেহ, দেহ।"

(৩)

জীবন-দীঘির তটে, মরণ হাঁকিয়ে বলে
"সুধা লহ লহ।"
কবি বলে—"হে মরণ, এতক্ষণ কোথা ছিলে,
পাশরিয়া স্নেহ ?
শুনিতে বাঁশরি-ডাক, সারাটি জীবন-ধরে,
কাণ পাতি-ছিনু অহরহ !
মন্দার-স্ফটিক-পাত্রে, সুধা করে ঢল ঢল ;
গ্রাস ভ'রে, সুধা দেহ দেহ !"

পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি

(১)

চৈত্র-সংক্রান্তির নিশি পোহায়, পোহায় !
যাই তবে, বিশ্ববাসি,—বিদায়, বিদায় !
আমি অতি ক্লান্ত, শ্রান্ত ; সারাটি বরষ
হরষে, মাথায় বহি কর্ত্তব্য-কলস,
ঘুরিয়াছি সৌর-রাজ্যে ; কাঁপিছে চরণ,—
নাহি গো বিলম্ব আর ! ফুরায় জীবন !

(২)

নীল-পয়োধির পারে, অনন্তের ধামে,
মরণের শূন্য-কক্ষে শুইব আরামে !
রূপ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই তথা !
প্রণবের ঝির্ ঝির্ ঝরে নীরবতা !
মহাকাল নিদ্রামগ্ন অঞ্চল বিছায়ে—
আমিও চিরনিদ্রায় পড়িব ঘুমায়ে !

(৩)

যাই তবে, বঙ্গবাসি,—কায়-মন-প্রাণে,
ছিনু ব্রতী তোমাদের মঙ্গল-বিধানে !
যদি কোন অপরাধ, যদি কোন ত্রুটি,
ক'রে থাকি, হোক্ মগ্ন বিগ্রহ-ভ্রূকুটী,

আজি এই বিদায়ের মহা-সন্ধিস্থলে!—
ডুবুক্ অশিব-রাশি, ডুবুক্ মঙ্গলে!

(৪)

সংসারে দেখায় পথ ভ্রান্তি-ধূমকেতু;
বন্যায় বহিয়া যায় বিবেকের সেতু!
কে আছে নিরপরাধ হায় এ মরতে?
ক্ষম তবে অপরাধ! পরতে পরতে,
তব তৃষাতুর কণ্ঠে আনন্দ-পশরা
ঢালিয়াছি; সাজে কি দাসের দোষ ধরা?

(৫)

যদি কভু ঢেলে থাকি দীরঘ নিশ্বাস
তব প্রাণ-পক্ষি-বক্ষে, আশ্বাস বিশ্বাস
ঢালিনি কি পক্ষে তার? বিরহ-বিধুর
ম্লান অঙ্গে, আনি নাই মিলন-মধুর
চির বাহু-আবেষ্টন? পূজা-উপচারে
রাখিনি মঙ্গল-ঘট হাহার-আগারে?

(৬)

বর্ষি নাই লাজমুষ্টি উদ্বাহের বাসে?
গুরু গুরু গরজনে শুধু কি তরাসে
শ্রাবণে কেঁপেছে প্রাণী? মিলন-বিহ্বল,
(যৌবনের পুণ্য-তীর্থে!) হৃদয়-উৎপল

কাঁপেনি কি সুখস্পর্শ মলয়া-হিল্লোলে?
সমুদ্র-কপোত যথা জলধি-কল্লোলে!

(৭)

নিয়তি আসিয়া তব দূর আত্মীয়ার
মুছিল সিন্দূর-বিন্দু; করি হাহাকার,
তুমি ক্রোধে, অভিমানে, আমার ললাটে
করিলে করকাপাত! (সংসারের হাটে
এমনিই বিকি কিনি!) আমি মৃদুহাসে,
আনিনু "নব কুমার" সূতিকার বাসে!

(৮)

চির পুত্রমুখাকাঙ্ক্ষী হাসিল সুহাসি,
তোমার প্রেয়সী; যত্নে আমারে সম্ভাষি,
প্রক্ষালিয়া দিল মম ললাটের দাগ,
রুধিরাক্ত; দু অধরে অরুণের রাগ,
ওই শোভে শিশুমণি!—হ'ল শঙ্খধ্বনি
তব গৃহে, আমি যেন আনন্দের খনি!

(৯)

ভুলে গেলে রোষ কোপ, ভুলে গেলে শোক,
আমি যেন কত তব আপনার লোক!
হেমন্তে আছিল তব শূন্য ফুলদানি—
মনে নাই? মনে নাই? হায় অভিমানি!

অশোকে, কাঞ্চন পুষ্পে, নাগেশ্বর ফুলে,
বসন্তে ভরিয়া দিনু মঞ্জরি, মুকুলে!

(১০)

প্রাবৃটে শুনেছ শুধু দর্দ্দুরের বাণী?
নিদাঘে হেরেছ শুধু ভয়ঙ্কর প্রাণী,
বালুচরে, সুখসুপ্ত কুম্ভীরের দেহ?
হায়! হায়! আমি বুঝি পশারিয়া স্নেহ,
শুনায়েছি তোমা সবে বিরহ ক্রন্দন
চক্রবাক-মিথুনের, সারাটি জীবন?

(১১)

নির্গন্ধ কিংশুক-মালা দোলায়েছি গলে?
নাগাষ্টক-পর্ব্বদিনে সুধু দলে দলে
আনিয়াছি ফণা ধরি কেতকি-উদ্যানে?
দশহরা-দিনে গিয়া জাহ্নবী-সোপানে
দেখায়েছি বংশশ্রেণী, বেতসের লতা?
সকলি কুরূপ হায়, কুৎসিত কুপ্রথা!

(১২)

নিবিড় ইক্ষুর বনে শালিক চরিছে;
উজ্জ্বল সৈকত-ভূমে কচ্ছপ ধাইছে
লুকাবারে ডিমগুলি বালির গহ্বরে;
এই শুধু হেরিয়াছ সারাটি বৎসরে?

পৌষে শুধু নীলাকাশে, এক দৃষ্টে চাহি,
গণিয়া তুষার-খণ্ড, বলিয়াছ "ত্রাহি" ?

(১৩)

মনে নাই ?—আমি সেই ঝুলন-যাত্রায়,
দিয়ে হর্ষকর-দোলা, সুখ-হিন্দোলায়,
গেয়েছিনু প্রেম-গীতি ! যাই বলিহারি,
দোল-পূর্ণিমার রাত্রে, ধরি পিচ্‌কারি,
ঢালিনু সিন্দূর-রাশি অশোকের শিরে !
ভরিনু তোমার দেহ আবিরে আবিরে !

(১৪)

জন্মাষ্টমী উৎসবেতে, কি মোহন সাজে,
যামিনীতে সাজালাম বাল-গোপরাজে !
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে !—দলে দলে
ভক্তবৃন্দ নৃত্য করে, কদম্বের তলে !
আরতির শেষ হ'ল—কতই আহলাদ !
আমিই বাঁটিয়াছিনু দেবের প্রসাদ !

(১৫)

আমিই সে, মনে নাই ? শারদ উৎসবে
মাতাইনু সারাবঙ্গে হর্ষ-কলরবে !
আপন গুণপনায় আপনি মোহিনু ;
শেফালিতে শেফালিতে ছাইয়া ফেলিনু !

কুসুম কুড়াতে যায় শিশু নর-নারী,—
গ্রামের হরিত ক্ষেত্রে যেন শুক শারী!

(১৬)

মনে নাই? উচ্চ হাসি, কঙ্কণ-বাদন,
নয়নে নয়নে কথা, প্রেম-আলাপন!
নারী-কণ্ঠে অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার,—
দোয়েল, কোয়েলা, শ্যামা, করিল ঝঙ্কার!
রসের বাসর ঘরে রূপের সে ডালি,—
সুখের কার্ত্তিকে যেন দীপের দেয়ালি!

(১৭)

বন-ভোজনের তরে যুবতীর সারি
গিয়াছিল আম্রকুঞ্জে; সে লীলা আমারি!
মনে নাই? লোফালুফি প্রতি শাখে শাখে,
শব্দের, প্রতিশব্দের, কুহু-কুহু-ডাকে!
কন্দুকের খেলা হেরি, যুবতীরা রঙ্গে,
হর্ষে তনু ঢালি দিল হাসির তরঙ্গে!

(১৮)

লক্ষ্য তুমি কর নাই? বাজায়ে সেতার,
গেয়েছি তোমারি দ্বারে বসন্ত-বাহার!
কদম্ব শিহরি উঠে, বাঁশরি ফুকারে—
যুবা বৃদ্ধ নেচে উঠে তারের ঝঙ্কারে!

সেধেছি মঙ্গল কত ; কভু চুপি চুপি,
কভু শত রঙ্গভঙ্গে আমি বহুরূপী !

(১৯)

যাই—যাই—ওই নিশি পোহায়, পোহায় !
যাই তবে বঙ্গবাসি, বিদায়, বিদায় !
সকলি বিশ্বেতে হেথা জানিও নিশ্চয়,
অদ্ভুত মায়ার খেলা, ভোজবাজিময় !
দুঃখ কোথা ? দুঃখ কোথা ? স্বপ্নের কল্পনা,
শোক, ব্যথা—কোথা ? কোথা ?—অকর্ম্ম-জল্পনা !

(২০)

দেখিছ না নীল, পীত, পাটল, শ্যামলে ?
এক রবি-কিরণের বরণ ধবলে !
এক মায়া-যবনিকা পলকে পলকে
ঝলকে ! বিশ্বের আঁখি মোহেতে চমকে !
পোহাইল চৈত্রনিশি !—বিদায়, বিদায় !—
পূরবে চাহিয়া দেখ কি উজ্জ্বল ভায় !

পিসিমার খাজা। *

বিশ্বের বিপদবারি! ভয়হারি! হৃদয়বিহারি!
কোথা তুমি এ সঙ্কটে? রক্ষা কর, দেব নারায়ণ!
দেখিছ না? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আদি সারি সারি
"দেহি দেহি দেহি" বলি, অন্ন লাগি করিছে গর্জ্জন!
এত অন্ন নাহি নাথ!—ইহাদের কেমনে নিবারি?
দুর্ব্বাসার শিষ্য সম ইহারাও করিছে তর্জ্জন!
তব চরণের দাসী দ্রৌপদীর শাকান্ন-ভোজন
করিলে যেমতি পূর্ব্বে লীলাময়!—দোহাই তোমারি!—
প্রসন্নবদনে আজি, মুখে ধর এ অপূর্ব্ব খাজা—!
চূর্ণ কর ইহাদের মদগর্ব্ব, সর্ব্বদম্ভহারি!
দয়া-প্রেম-মহাভাব-প্রজাবৃন্দ, ওগো মহারাজা,
লভুক অতুল শান্তি! এস, এস, দেব চক্রধারি!
তোমার তৃপ্তিতে হোক্ মহাতৃপ্তি; নবীন জীবন
লভুক্ এ দেহ মোর, স্পর্শে তব, মদন-মোহন!

* পূজনীয়া পিসিমাতাঠাকুরাণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত অপূর্ব্ব খাজাগুলি শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছি। আন্তরিক ভক্তির সহিত এই কবিতাটি পিসিমার করকমলে অর্পিত হইল।

পিসীমার "সীতেভোগ" ।*

পিসীমার "সীতেভোগ" মহাভোগ, দেবতা-বাঞ্ছিত !
কোথা লাগে টস্‌টসে, সুধারসে সতত সরস,
আনারস ! কোথা লাগে ঢলঢল পিয়াল, পনস্‌ !
মধুর মধুর, যেন পদ্মমধু ভ্রমর-ঝঙ্কৃত !
কনকিত পাকা আম, নিদাঘের সোহাগে রঞ্জিত,
কোথা লাগে ! আহা যেন অন্নপূর্ণা-হস্তের পায়স !
মধুর মধুর, যেন কমলা লেবুর সুধারস !
মধুর মধুর, যেন সুধাবিন্দু সুধাংশু-ক্ষরিত ।
কারে দিব, কারে দিব হেন দ্রব্য, সুন্দর, রসাল ?
দেহের মন্দিরে আছে মহাশঙ্খ ; তারে জাগাইনু ।
দীপ জ্বালি, কাঁসি ঘণ্টা বাজাইনু ! আনন্দে ডাকিনু—
"জাগ, জাগ নন্দলাল ! জাগ, জাগ নেড়ুয়া গোপাল ।"
হের দেখ, হাসে শিশু, ভোগ্য বস্তু সাপটি' শ্রীকরে,
কি উৎসব ! চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি ! লাজমুষ্টি ঝরে !

---

* পূজনীয়া পিসিমাতা-ঠাকুরাণী কতকগুলি "সীতেভোগ" স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন । এই কবিতাটি ভক্তি-উপহার-স্বরূপ তাঁহার করকমলে অর্পিত হইল ।

'অদ্ভুত বহুরূপী

(১)

বাসিভাল, ভালবাসি, অতিশয় ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
কি বিচিত্র যাদুকর, বরিষার জলধর,
পলকে সহস্ররূপ ধরে কামরূপ!
কভু বা বিদ্যুৎগর্ভ, মণিশির যেন সর্প;
রক্তাম্বর কভু যেন শিমুলের স্তূপ;
নৌকা, হ্রদ, তরঙ্গিণী, অশ্ব, গজ, বৃক্ষশ্রেণী;
কভু পদ্মবন—যাহে ভ্রমর লোলুপ,
আমরি কি জলদের বহুরূপী রূপ!

(২)

বাসিভাল, ভালবাসি, অতিশয় ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
নিথর বিজন দেশে, কত রঙ্গে, কত বেশে,
বহুরূপী প্রতিধ্বনি সাজে অপরূপ!
ঝঙ্কারিয়া কত সুর, কভু গায় ভরপুর;
কভু করতালি দিয়া করে গো বিদ্রূপ;
আছাড়িয়া শিলা'পরে, কভু নিজ মাথা খোঁড়ে;
আকাশ-গম্বুজে কভু আরোহে অরূপ;
আমরি কি বহুরূপী প্রতিধ্বনিরূপ!

(৩)

ভালবাসি, বাসিভাল, বড়ইগো ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
তাই কি বহুরূপিণী, সুযোগ পাইয়ে তুমি,
চিত্তরত্নাগারে পশি, ভাঙিলে কুলুপ?
ভুকর আমারি ধরি, আমারি সম্মুখে চুরি?
ও হাসি ত হাসি নয় যাদু অপরূপ!
শূন্যমনা বালা কভু, মনস্বিনী যোষা কভু;
নিত্য নববেশ, একি জলধর রূপ!
প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিত্তকূপ।

(৪)

ভালবাসি, ভালবাসি, বড়ইগো ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
সোহাগ-ললিত সুরে, বীণার সঙ্গীত ঝরে,
শ্রোতার মুখর প্রাণ হয়ে যায় চুপ!
সহসা সে রাগ মাঝে, কটির কিঙ্কিণী বাজে,
মানের ঝঙ্কারধ্বনি মরি অপরূপ!
ভ্রমরের গুঞ্জরণ, জলদের গরজন,—
জনম কাটিল—একি প্রতিধ্বনিরূপ!
হে প্রকৃতি, কে বুঝিবে তোমার স্বরূপ?

অদ্ভুত পাগল।

(১)

দেখ, দেখ, ওই শিশু আপনি পাগল,
চাহে দুষ্ট আমারেও করিতে পাগল।
মায়েরে, দিদিরে ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
কত দুঃখ অবসাদে, আমার পরাণ কাঁদে,
কাঙাল নয়ন মোর করে ছল্ ছল্,
ওর কিন্তু তায় হায়, কিবা বল এসে যায় ?
ও সুধু আমারে হেরি হাসে খল্ খল্ !
দেখ দেখ করি কোপ, টানে মোর দাড়ি গোঁপ,
বুকের উপরে বসি একি রসাতল !
শাখার দোলায় দুলি, ক্ষুদ্র শুভ্র বেলা গুলি,
সন্ধ্যারে নিরখি যথা করে ঢল ঢল,
পাগল শিশুটি দেখ হাসিছে কেবল !

(২)

দেখ, দেখ, ওই বধূ আপনি পাগল,
চাহে বধূ আমারেও করিতে পাগল !

গৃহকার্য্য সব ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
বেণী পড়ে কটিতটে, মাটীতে অঞ্চল লোটে,
এক নেত্রে হাসি, আর আন নেত্রে জল!
পাগলের হাসি হেরি, হাসি কি রাখিতে পারি?
সে হাসি দেখিয়া বধূ হাসে খল্ খল্!
আমার টুপিটি নিয়ে, আপন মাথায় দিয়ে,
হাসিয়ে ঢলিয়ে পড়ে অদ্ভুত পাগল!
গলে মুক্তাহার গাঁথা, উষার কমল যথা,
তরুণ অরুণে হেরি করে ঢল ঢল,
হের দেখ পাগলিনী হাসিছে কেবল!

(৩)

দেখ, দেখ, ওই বুড়ী আপনি পাগল,
চাহে বুড়ী আমারেও করিতে পাগল।
আমি বসি নির্জ্জনেতে, কহি কথা বধূ-সাথে;
বুড়ী কিন্তু হেসে সারা, বদনে অঞ্চল!
আছে বধূ দাঁড়াইয়া,— সহসা ঠেলিয়া দিয়া,
তাহারে আমার পানে, পলায় পাগল!
গৃহ মাঝে দুইজনে, আছি মিষ্ট আলাপনে,
হের দেখ, দিল বুড়ী বাহিরে শিকল।
পিঠেতে মারিয়ে কিল্, হাসে দেখ খিল্ খিল্,
শাঁকা-পরা হাতে যেন অশনির বল!

ভাদ্রমাসে কাঁটাকোলে, কেয়াগুলি কুতূহলে,
হাসির তরঙ্গে যথা করে ঢল ঢল,
হের দেখ বুড়-দিদি হাসিছে কেবল!

(৪)

দেখ, দেখ, ওই বুড়া আপনি পাগল,
আমারেও চাহে বুঝি করিতে পাগল!
দূরে গেল বাঁধাহুঁকা, আমারে বানায়ে বোকা,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল!
কত রঙ্গ জানে বুড়া! যেন শর্করের গুঁড়া,—
এ হেন প্রবীণে পেলে, নবীনে কি ফল?
বদন রদনহীন; তবু দেখ নিশিদিন,
সুকল হাসির ধ্বনি ছোটে অনর্গল।
চিত্তগৃহে দিয়ে চাবি, রেখেছিল মৃগনাভি,
ভুর্ ভুর্ গন্ধ তাই ছোটে অবিরল
হায় কিন্তু ওর নাতি, জাগিয়া সারাটি রাতি,
যৌবনেই নিঃসম্বল—হায়রে পাগল,
আমার দোসর এবে আমিই কেবল!

নিরাবরণা।

(১)

বনদেবি, একি রঙ্গ!—কুহেলিকা-রাশি
রূপ-সরসীর জলে পড়েছিল আসি!
জলপুষ্প-লতাচয়;
কুৎসিত কুহেলিময়;
হেসেছিল ম্লান উষা গ্লানিময় হাসি;
বালার্কের ক্ষীণ রশ্মি ছিল গো উদাসী!
কুমুদ কুন্দ কহ্লার,
অরবিন্দ সুধাধার,
ছিল সখি! ম্রিয়মান; আঁধার তামসী,
আঁধার করিয়াছিল রূপের সরসী!
শোভাহারা বনস্থলী;
সরসীতে জলকেলি
করিত না চিত্ত-হংস; কুহেলিকা-রাশি—
অঞ্চল, তামসী চেলী, 'জলে পড়ে আসি'
করি কত আকিঞ্চন,
অপসৃত আবরণ;—
বনদেবি, তবু তুমি কেন গো উদাসী?

তর-তর ঢল-ঢল,
ভরা সৌন্দর্য্যের জল,—
জুড়াইয়ে গেল মোর নয়ন পিয়াসী !
বিটপীতে ঢাকি মুখ
লাজে কেন অধোমুখ ?
সরসীতে হেরি, সখি, নিজ মুখশশী,
ব্রীড়া-রক্ত দু'অধর, ভয়-ত্রস্ত হাসি !

(২)

সরে গেল কুহেলিকা,—
সৌন্দর্য্যের প্রহেলিকা
বুঝিব বুঝাব সখি, তীরে তব বসি' ;
আমি গো গন্ধর্ব্ব-কবি লো বর-রূপসী !
ধরা পানে কেন চাও ?
বুঝিব, বুঝায়ে দাও,
কে রাখিল সরসীতে, কনক-কলসী ?
কে নাগরী ? নাগরালি
আর তার চতুরালি
বুঝিবারে নারি ; জল ভরিবারে আসি',
গাগরী ভাসায়ে জলে, লুকাইল হাসি' !
অথবা চির-সধবা,
অনন্ত যৌবন-বিভা

জ্বলে তার নেত্রকোণে ;—চুপে চুপে হাসি,
রূপ-হ্রদে কোকনদ ভাসাইল হাসি !
নাহি রে মৃণাল-সূতা !—
শূন্যে সরসীতে গাঁথা
ঐ রহস্যের পদ্ম, লাবণ্য বিকাশি,
করিয়াছে সারা-দেহ-জীবন উল্লাসী !
বুঝা ও বোঝান বৃথা—
প্রকৃতির আত্মকথা
কে জেনেছে ? এইমাত্র বুঝিয়াছি সার,
অনন্ত জগত যুড়ি, প্রীতি-পারাবার
নিশিদিন ছুটিতেছে,
নামিতেছে, পড়িতেছে,
ফুল হয়ে, ফল হ'য়ে,
নর হয়ে, নারী হয়ে !—
সেই চির-সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ অতুল,
রূপ-হ্রদে কোকনদ, ভুবনে অতুল !

স্বপ্ন।

[The Vision of a Knight.]

শ্রান্ত, ক্লান্ত কর্ম্মবীর পড়িলা ঘুমায়ে !
দেখিলা অদ্ভুত স্বপ্ন ! একটি সুন্দরী,

সুন্দর কুসুম হস্তে; রূপে আলো করি
স্বপ্নরাজ্য; কটাক্ষেতে ভুবন ভুলায়ে;
মধুর মোহন হাস্যে বিশ্বেরে মাতায়ে!
"উঠ বীর, কর, কর মোরে আলিঙ্গন,—
পাতিয়াছি ফুলশয্যা তোমার কারণ!"—
কহিল বীরের কর্ণে বিনায়ে, বিনায়ে!
"শুনো না বচন ওর," কহিলা সুধীরে,
ধীরে আসি কর্ম্মদেবী—অপূর্ব্বমোহিনী!
"চিনিলে না ওরে বৎস? কুহকী ডাইনী,
ওর নাম 'ভোগস্পৃহা'! এ কর্ম্ম-অসিরে
ধর; ধর জ্ঞান-গ্রন্থ। কি কাজ আরামে?
'জয়—দুর্গা' রবে, বীর, পশ রে সংগ্রামে।'

৮ কদম।

(১)

তোরি তলে, সন্ধ্যাকালে, যমুনা-পুলিনে,
বাজিত বাঁশরী;
শুনে সে মধুর গান, উদাস-আকুল-প্রাণ,
ধাইয়া আসিত রাধা—ব্রজকুলেশ্বরী!
চারু ফুল্ল কোকনদে সঁপিত কৃষ্ণের পদে,
কুল মান ভয় লাজ, সকলি পাশরি।

(২)

মাধবের প্রিয় ফুল ! তাইরে সোহাগে,
নব অনুরাগে,
কাণেতে দোলাত দুল ; শোভিত সে চারু ফুল,
রতির কমল যেন প্রণয়ের যাগে !
প্রেম-ভরে শ্যামরায় তুষিতেন রাধিকায় ;—
দুলিত, ফুলিত ফুল, দম্পতী-সোহাগে !

(৩)

বিদায় মাগিত যবে কুঞ্জে কুঞ্জমণি
রাধিকার পাশে ;
বহে নদী আঁখি দিয়া, থাকে রাধা দাঁড়াইয়া ;
মানেতে জড়ায় ওষ্ঠ, কথা নাহি আসে !
কাণের কদম ল'য়ে, ছিঁড়িত নখাগ্র দিয়ে,—
আপন মনের কথা জানাত আভাষে।

(৪)

সেই মধু প্রণয়ের ভাগী ছিলে তুমি,
কুসুম-রতন !
তাই তোরে ভালবাসি, তোর তরুতলে আসি,
ভাবি যেন ফিরে এল সে সুখ-স্বপন !
পুনঃ যেন এ ভারতে, বাঁশরী লইয়া হাতে,
নাচায় তরঙ্গ-দলে শ্রীমধুসূদন !

রক্তজবা।

(১)

ত্রিনয়নী ভবানী যখন,
অসুর-বিনাশ তরে, সংহারিণী মূর্ত্তি ধ'রে,
কাঁপাইলা এ তিন ভুবন,
বীর-মদে মাতোয়ারা, যেন পাগলিনী পারা,
অগ্নি-বর্ণ হইল নয়ন!—
সেই সে নয়ন-তুল্য বরণ ধরিয়া,
তাকাতেছ রক্তজবা! কিসের লাগিয়া?

(২)

কোন্ দুঃখে হ'য়েছ দুঃখিনী?
কে নাহি পূরায়ে সাধ, সেধেছে এমন বাদ,
ঘোর মানে ক'রেছে মানিনী?
কাহার বিরহ-ব্রত, পালিতেছ অবিরত,
হেন সাজে, কহলো ভাবিনি?
অথবা এমনি জবা, প্রকৃতি তোমার:
রাগে অন্ধ তুচ্ছ কর যৌবন অসার!

(৩)

হায় এই জগত-ভিতরি,
কত লোক, অবহেলে, অঙ্কলক্ষ্মী পদে ঠেলে,—
মোহে অন্ধ, আপনা পাসরি!

রোগী যদি হাস্য করে,　　রোগ তার যায় স'রে !—
হেন হাসি রাখেরে আবরি !
শেষে হাসি নাহি আসে করিলে মিনতি,—
ওই রক্তজবা সম হয় রে প্রকৃতি !

(৪)

জবা তুমি চির উদাসিনী ;
তাই কালিকার গলে,　　থাক তুমি কুতূহলে,
তাঁর প্রিয়-সখী-স্বরূপিণী !
হায়রে উদাসী-সনে,　　সংসারীর সম্মিলনে
বহে সদা গরল-তটিনী।
দুঃখীই দুঃখীর মর্ম্ম বুঝে এ জগতে !—
তাই শোভা পায় জবা কালিকা-গলেতে !

(৫)

ওই দেখ চির-অভাগিনী,
মলিন, নীরব মুখে,　　ধরি তুষানল বুকে,
ওই বঙ্গ-বিধবারমণী !
যাক্ কিছু দিন আর,　　হইবে অঙ্গার সার,
শুকাইবে কুসুম কামিনী !
তখন দুলিও জবা গলেতে তাহার,—
কালিকার গলে রক্তজবার আকার !

সূর্য্যমুখী।

(১)

ঊর্দ্ধমুখে, এক-দৃষ্টে, সহাস-বদনে,
কে তুমিরে ফুল ?
তপনের তাপে হায়, ধরণী পুড়িয়া যায় ;
তুমি কিন্তু ফুল ! তায় হওনা আকুল !—
হাসি ধরে না যে ফুল !

(২)

জানি তোমা ভাল ক'রে ! সূর্য্যমুখী তুমি,
তপন-বাসনা !
প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল,—
ভূতলে উদয় তব হ'য়েছে ললনা,
তাই করিতে ঘোষণা !

(৩)

যতই নিঠুর রবি, করে গো দাহন
তোমায় সুমুখি,
ততই আনন্দ-চিতে কিরণ জড়াও হৃদে !
প্রণয় ও মধু-দানে হইতে বিমুখী,
কভু তোমায় না দেখি !

(৪)

এই রূপে দেখিয়াছি— বঙ্গের কামিনী,
কত ঘরে ঘরে!
দয়াহীন পতি তারে, বক্ষে পদাঘাত মারে!
"পায় কি লাগিল নাথ?"—শুধায় পতিরে!—
খেদে, লাজে, যাই মরে।

(৫)

পুরুষের রীতিমত, তোমারো তপন,
কভু স্থির নয়!
প্রেম-দানে তুষ্ট করে, নিত্য নব-নলিনীরে!
এক বই অন্য রবি তোর কিন্তু নয়;
তোর দেহ প্রেমময়!

(৬)

এইরূপে বঙ্গ-ঘরে, কুলীন-কামিনী,
পতির চিন্তায়,
চারু বপু করে ক্ষয়! পতি কিন্তু নিরদয়,
ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া না চায়!—
চির বিরহে ডুবায়!

(৭)

এইরূপে, ঊর্দ্ধ দিকে, চাহিতেছ তুমি,
তপন-সুন্দরি!

সন্ধ্যাকালে পতি তব, হারাইবে এ বিভব,—
তখনো তুষিবে তারে, সতী-কুলেশ্বরি,
তব যৌবন-মাধুরী !

(৮)

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি,
তপন-সুন্দরি !—
নারী হয় প্রেমময়ী, প্রেম তার বিশ্বজয়ী !
ভূধর যদ্যপি টলে, টলে না গো নারী !—
প্রেমে যাই বলিহারি !

কৃষ্ণকেলি।

(১)

হাসি, হাসি, নাচিয়া, নাচিয়া,
এই বাতায়নোপরে, ধীরে ভর দিয়া,
আসিছ কি আলিঙ্গিতে, লতা-দেহ জড়াইতে ?
কেমনে জানিলে, হেথা ব'সে আছে প্রিয়া ?

(২)

এসো, বোস দেহেতে প্রিয়ার !
এমন সোণার মঞ্চ, পাবে নারে আর !
জড়াও, জড়াও সুখে, বোস, বোস মুখে বুকে,-
ফুলে ফুলে কোলাকুলি কিবা চমৎকার !

(৩)

আমি ফুল, ভাবি মনে মনে—
সুখের, প্রেমের, ব্রজ-নিকুঞ্জ-ভবনে ;
লতা-গৃহে যবে রাধা, হ'ত কৃষ্ণভুজে বাঁধা,
তুমি ফুল, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিতে সেখানে !

(৪)

লোকে হায়, কত কথা কয় !
রাধার কলঙ্ক-কথা, শুনিয়ে, পাইতে ব্যথা !
ঘন লতা-মণ্ডপের ভিতরে উভয়,—
বাহিরে থাকিতে তুমি প্রহরী সদয় ।

(৫)

অদ্বিতীয়া জটিলা, কুটিলা,
ঘন ঘন হাত নাড়ি, আকাশ উপাড়ি পাড়ি,
আসিত দেখাতে তারা কলঙ্কের ডালা,
বরষিত কড়্ কড়্ কটুভাষ-শিলা !

(৬)

ঘন সেই মণ্ডপ লতার !
কিছু না দেখিতে পেয়ে, ফাঁফর হইয়ে চেয়ে,
রহিত দাঁড়ায়ে তারা ! ভেবে হাসি পায় ;
ব্রজবাসী গালি দিত জননী-কন্যায় !

(৭)

ক্রমাগত, গালি খেতে খেতে,
নগরে ফিরিত তারা! হেথা গোকুলের তারা,
প্রেমময়ী গোপবালা, কৃষ্ণের অঙ্কেতে,
ঢলে' পড়ে, কুতূহলে, হাসিতে হাসিতে!

(৮)

মাতি সেই বিজয়-আমোদে,
ফুটিতে প্রফুল্ল হ'য়ে! ফুল রে দেখিতে চেয়ে,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, কেমনে প্রমোদে,
নিরখিছে চাতকিনী নবীন নীরদে!

(৯)

ফুল, তোর সার্থক জীবন!
শ্যাম যবে শ্যামা হ'ল, সেই রূপ নিরমল,
নিশ্চয় তুমিরে ফুল, ক'রেছ দর্শন,—
করে বাঁশী অসি হ'ল, রজত-বরণ!

(১০)

অমনি শ্যামার পদতলে,
ধর্ম্মময়ী রাধা সহ অবনমি চারু দেহ,
লুটাইলে ভক্তিভাবে, অতি কুতূহলে,—
আবার উঠিলে গিয়া রাধার কুন্তলে!

(১১)

তাই, তব নাম, "কৃষ্ণকেলি",
দিয়াছিল রঙ্গ করি, বুঝি চন্দ্রাবলী ?
সে প্রেমে, সে দিন গেছে ! স্মৃতি মাত্র তার আছে !—
সে স্মৃতি জাগাও এবে তুমি কৃষ্ণকেলি !

(১২)

হাসি, হাসি, নাচিয়া, নাচিয়া,
এই বাতায়নোপরি ধীরে ভর দিয়া,
আসিছ কি আলিঙ্গিতে ? লতা-দেহে জড়াইতে ?
কেমনে জানিলে, হেথা ব'সে আছে প্রিয়া ?

মল্লিকা।

(১)

বড় দুঃখ হয় ফুল, নিরখিলে তোরে ;—
দেখিতে, দেখিতে, আহা যাও তুমি ঝ'রে !
এমন রজত-দেহ ভূতলে দেখেনি কেহ ;
রাখিস্ অমিয়া-হ্রদ সরস অন্তরে,—
বড় দুঃখ হয় ফুল, নিরখিলে তোরে !

কাছে তোর প্রিয় সই, প্রেমময়ী জুঁই ওই,—
তোর তরে, ওরো ক্ষুদ্র হৃদয় বিদরে!—
বড় দুঃখ হয় ফুল, নিরখিলে তোরে!

(২)

তোরি মত আমরাও কুসুমকামিনী!
জীবন, কুসুম; আর সংসার, যামিনী!
এই ঘোর যামিনীতে, ফুটি মোরা মরমেতে,—
কাল-বায়ু আসি, বৃন্তে কাটে রে যেমনি,
বিস্মৃতি-তটিনী ফুলে বহায় অমনি।
কি লাগিয়া, কোথা যাই, ভাবি ঠিক নাহি পাই
আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে, ভাবিতে কাহিনী,—
তোরি মত ফুটি মোরা কুসুমকামিনি!

(৩)

তোরতো বিভব আছে, হৃদয়-অমিয়া;
ফোট তুমি দর্শকের নয়ন রমিয়া;—
হায় কিন্তু আমাদের, নাহি গন্ধ অনেকের!
আঁধারে ফুটিয়া যাই আঁধারে ঝরিয়া!
নাহি রূপ অনেকের, হৃদয়-অমিয়া!
তোর তবু জুঁই আছে,—থাকে সদা তোর কাছে!
তোর দুঃখে তার প্রাণ উঠেরে কাঁদিয়া!
কে কাঁদে বলরে ফুল, মোদের লাগিয়া?

(৪)

কেমনে নীরবে তুমি যাওরে খসিয়া !
বসুধার ক্রোড়ে শোও, হাসিয়া, হাসিয়া।
এই চারু সহিষ্ণুতা, মরণে উদাসীনতা,
শিখিতে বাসনা বড় ; দেওরে বলিয়া,
কেমনে নীরবে তুমি যাওরে খসিয়া !
স্বজন-বান্ধবগণে, পরাণ-পুত্তলি-ধনে,
ছাড়িতে, হৃদয়-বৃন্ত যায় রে ছিঁড়িয়া !—
ঘুচুক্ যাতনা ফুল, দেরে শিখাইয়া !

(১)

কাঁটাবনে ফোট তুমি, কেতকি রূপসি।
ও রূপ-তরঙ্গে তবু আলোকিত বন !
নিরখি এ দশা তোর, হেন বোধ হয় মোর,—
প্রেমের আদর্শ তুই কুসুম-রতন।

(২)

তোরি সম সুমধুর সুরভি প্রণয়,—
হৃদয়-হৃদয়-যোগে কত সুখোদয় !

দম্পতিরে কাঁদাইতে, হেন প্রেম-কুসুমেতে,
কণ্টক সৃজন করে বিধি নিরদয়।

(৩)

হৃদয়ে বহিয়া ঝরে রুধির-মুকুতা ;—
তবু সদা হাস্যমুখ প্রণয়-দেবতা !
যথা কণ্টকের কোলে, বসি তুমি, কুতূহলে,
হাস তুমি, সুখময়ি কানন-দুহিতা !

(৪)

হিয়ায় অনলে ধরে, নিরাশ প্রেমেরে ;
আকাশ খসিয়া পড়ে তরুণের শিরে !—
সব দুঃখ ভুলে যায়, করে সুধাকর পায়,
দেখে যবে হাসি-ছটা প্রিয়ার অধরে !

(৫)

যারে আমি ভালবাসি, সে যদি বাসিত,
না ধরিতে কর তার, নিজে ধ'রে নিত,
কাঁটা না হইত তোতে, ফুল হোত চন্দনেতে,
তবে প্রেমে, কেতকি লো, কত সুখ হ'ত !

(৬)

অথবা ধরণী-পরে যাতনাই সুখ !
আঘাত ও প্রতিঘাত প্রকৃতি-নিয়ম !

যে নদীতে স্রোত বয়, তারি জল স্বচ্ছ হয়,—
প্রেমের যাতনা, ফুল, নয় রে বিষম ।

(৭)

কাঁটাবনে ফোট তুমি, কেতকি রূপসি,
ও রূপ-তরঙ্গে তবু আলোকিত বন !
নিরখি এ দশা তোর, হেন বোধ হয় মোর,
প্রেমের আদর্শ তুই, কুসুম-রতন !

অপরাজিতা

(১)

যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন,
লো অপরাজিতা !
প্রকৃতি দিয়াছে তোরে সুনীল বসন,
দেখাতে ক্ষমতা !
অসংখ্য কুসুম ধরে অসংখ্য বরণ,—
জানাতে বারতা !
যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন,
লো অপরাজিতা !

(২)

জবার ভগিনী তুমি, ভাবি আমি মনে ;—
জবা উদাসিনী !
তুমি তুচ্ছ নাহি কর যৌবন-রতনে,
সুচির-যৌবনি !
ভালবাসে থাকিবারে কালিকা-বদনে
উদাসী ভগিনী,
তুমি কিন্তু হাস্যময়ী দুর্গার চরণে
হও সুশোভিনী !

(৩)

বৈকুণ্ঠে ফোটরে তুমি বিষ্ণুর সকাশে,—
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া ;
তোষেন আপনি লক্ষ্মী, যতনে, উল্লাসে,
শিরে জল দিয়া !
হেন কমনীয় করে, কমনীয় ফুল,
হইয়া লালিতা,
কেন না ভুবনে তুই হইবি অতুল,
লো অপরাজিতা ?

(৪)

হাসেন ইন্দিরা যবে ভুবনমোহিনী,
হাসেন কেশব !

সে হাসি তরঙ্গে হাসে সর-সোহাগিনী,
চালিয়া আসব।
হেন হাসি সরসীতে, কমনীয় ফুল,
হ'য়ে বিকশিতা,
কেননা হইথি তুই ভুবনে অতুল,
লো অপরাজিতা?

(৫)

তব তরু-মূলে, ফুল, তান্ত্রিকের হয়
পূজা-সমাধান;
কপালকুণ্ডলারূপ দেখেছ নিশ্চয়,
হয় মম জ্ঞান।
কপালকুণ্ডলা আজি আত্মা অভাগিনী,
অবোধ, অজ্ঞান—
দেখাও, দেখগো নিজে, কেমনে দুঃখিনী
পায় পরিত্রাণ।

(৬)

যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন,
লো অপরাজিতা!
প্রকৃতি দিয়াছে তোরে সুনীল বসন,
দেখাতে ক্ষমতা;
অসংখ্য কুসুম ধরে অসংখ্য বরণ,
জানাতে এ কথা;

যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন,
লো অপরাজিতা

দোপাটি।

(১)

এক পাশে, ম্লানভাবে, কেনরে দোপাটি ?
নাহি তব রূপ গুণ, এমন ত নয় !
শ্বেত, রাঙ্গা, আদি, তোর কত চারু শাটী !
দরিদ্রের ঘরে তোর হয়নি উদয়।

(২)

চাহিনা গোলাপ, পদ্ম, চম্পক, মালতী,
ভাওলেট্, ডেসি, লিলি, বিজাতীয় ফুল ;
আমি ভাল বাসি তোরে, দোপাটি যুবতি,—
আমার দোপাটি ফুল ভুবনে অতুল !

(৩)

বাঙ্গালি-গৃহস্থ-বালা-আদর্শ-রূপিণী !
তোরে হেরি মনে পড়ে বঙ্গকামিনীরে ;

তোরি মত হয় বালা নম্রতা-ধারিণী,
তোরি মত আধ আধ মুখ-বাণী ঝরে

(৪)

সুখ হ'তে স্বস্তি ভাল ! চাহিনা গোলাপ,—
চাহিনা, কণ্টক-বিদ্ধ, ভাসিতে রুধিরে !
বহু দিন আছে ভবে করিতে বিলাপ,—
তাই বাসি তোর সখী, বঙ্গকামিনীরে !

(৫)

চাহিনা রজনীগন্ধা—গর্ব্বিত-অন্তরে,
উগ্র গন্ধ দেখাবারে ব্যগ্র অতিশয় ;
সন্তোষ-অমিয়া যথা অবিরত ঝরে,
করিতে বিষাদময় সে শান্তি-আলয় ।

(৬)

এক পাশে, ম্লানভাবে, কেন রে দোপাটি ?
দরিদ্রের ঘরে তোর হয়নি উদয় ;—
শ্বেত, রাঙ্গা, আদি তোর কত চারু শাটী,
নাহি তব রূপ গুণ, এমন ত নয় !

করবী।

(১)

পদ্মের ভগিনী তুমি, করবি সুন্দরি !
সেইরূপ পদ্ম-হাস, সেইরূপ মুখ-বাস,
ওরূপ-সরসে খেলে নয়ন-সফরী ;
পদ্মের ভগিনী তুমি, করবি সুন্দরি !

(২)

শরত বসন্তে ফোটে সব-সোহাগিনী :
তুমি ফোট বারমাস, মুখে চির মৃদু হাস,
জোগাও সতত মধু পদ্মসৌরভিণী,—
তাই হরিপ্রিয়া-প্রিয়া তুমি লো ভাবিনি !

(৩)

তব তরু-তলে আসি বসিলে ইন্দিরা,
আতপত্র-রূপ ধর, অনুক্ষণ সেবা কর,
কভু হও চিত্রবর্ণ, কভু শ্বেতাকারা,—
প্রকৃতির ছায়াবাজি দেব-চিত্তহারা !

(৪)

শ্বেতবর্ণে জোট তুমি তান্ত্রিক পূজায় ;
মহাকালী-পদতলে, লুটাইয়া কুতূহলে,
ঝটিতি আবার তুমি ধরি রক্ত কায়,
ভক্তিভাবে দেও যোগ দুর্গার সেবায় !

(৫)

হায় কেবা আছে এই পৃথিবী-উপরে,
উদাসী সংসারী হয়ে,　　তোর ভাব হৃদে লয়ে,
ভজিবারে পারে তুই—দেব এ সংসারে?
যথা পূজ তুমি-কুল, দুর্গা ও মায়ারে!

(৬)

কি ভাব, কি মধুরতা, ধরিস্ হৃদয়ে!
অন্য কোন পুষ্প-পরে　　ভ্রমেও না বসে উড়ে,
আসে চারু প্রজাপতি তোরই আলয়ে,—
বাঁধা চারু প্রজাপতি তোরই প্রণয়ে।

(৭)

কি ভাব, কি মধুরতা, রাখিস্ হৃদয়ে!
কেমনে বিশ্বাস ক'রে,　　শিশুগুলি দেয় তোরে?
কত শত ফুল হেথা রয়েছে ফুটিয়ে,
নিশ্চিন্ত পতঙ্গ মন তোরে স্থধু দিয়ে।

(৮)

এই কুহকিনী শক্তি, এই সরলতা,
শিখিবারে সাধ করে;　　অবনীর নারীনরে,
তাহ'লে করবী, মোরে ভাবিয়ে দেবতা—
ঢেলে দেবে অসঙ্কোচে হৃদয়-বারতা।

রজনীগন্ধা।

[—]*[—]

(১)

না আসিতে কাছে, ফুল, মাথা গেল ধ'রে!
কুসুম-কামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে ম'রে!
হবেনা চেনাতে আর, চিনিয়াছি তোরে!

(২)

হায়, এ পৃথিবী-পরে গুণের বিকার
বড়ই কদর্য্য হয়, তিক্ত হয় অতিশয়;
অধিক পাকিলে, দেবফল সহকার,
হয় যথা আঁখিশূল কীটের আগার।

(৩)

দেখি যবে সভা-মধ্যে অধিক বাচাল,
অনর্গল স্রোত বয়, কার সাধ্য কথা কয়?—
তোরে, ফুল, মনে হয় হেরি সে জঞ্জাল;
গুণের বিকার, ফুল, হয় বড় কাল!

(৪)

দুঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে সুখের রজনী!
মসার সলিলে ভেসে, সারাদিন খেটে এসে,

পায় যদি নিশিগন্ধা সঙ্গের সঙ্গিনী,
আঁধার জীবন তার, আঁধার অবনী।

(৫)

নাআসিতে কাছে, ফুল, মাথা গেল ধ'রে!
কুসুম-কামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,—
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে ম'রে!
হবে না চেনাতে আর, চিনিয়াছি তোরে!

কুন্দ।

(১)

"কুন্দ সম দন্তপাঁতি", কবি-মুখে শুনি,—
সেই কুন্দ তুমি!
ওই তব ক্ষুদ্র কায়, ধবল বরণ তায়,
কেন এ উদাস ভাব ধরিয়াছ ধনি?
হ'য়েছ কি বাল্যকালে নব তপস্বিনী?

(২)

প্রকৃতি ক'রেছে তব এমন আকার!
কি দোষ তোমার?
প্রকৃতি-শৃঙ্খল হ'তে এড়াইতে কোন মতে,

নাহি কুন্দ, পারগতা, শকতি তোমার !
প্রকৃতি দিয়াছে ক'রে এ হেন আকার।

(৩)

তোরি মত, কত শত নব তপস্বিনী
আছে বঙ্গ-ঘরে !
আশৈশব শ্বেতবাস, অশ্রুজল বারমাস,
দেশাচার-শৃঙ্খলেতে তাহারা বন্দিনী ;
তোরি মত, কুন্দ, তারা নবীন যোগিনী।

(৪)

বসে না চটুল অলি বদনে তোমার,
নব তপস্বিনি !
পবিত্র সতীরে হেরে কোন্ দুষ্ট নাহি ডরে ?
সুনীল পতাকা ওই করিয়া বিস্তার,
উড়ে যায়, দূর হ'তে করি নমস্কার !

(৫)

অবাধে ফুটিয়া, ফুল, জাগাও অবাধে
ঘুমন্ত স্মৃতিরে !
বহু, বহু দিন হ'ল,— নয়নাগ্রে প্রকাশিল,
একটী সুন্দর "কুন্দ" হৃদয়-প্রাসাদে,—
উন্মত্ত হইল মন প্রণয়-উন্মাদে !

(৬)

সেই কুন্দ, সেই দন্ত, সে হাসি-মাধুরী,
সেই সে বালিকা,
অদ্যাপিও এ জীবনে, ফোটে, হাসে সর্ব্বক্ষণে,—
নিরখি, নিরখি, ফুল, দুঃখের শর্ব্বরী,
অতৃপ্ত-নয়ন-প্রাণে অবসান করি!

(৭)

তাই তোরে ভালবাসি, মুকুর-রূপিণি
আনন্দ-স্মৃতির!
বিষাদ-মেঘের কোলে, সুখের চপলা দোলে!
"সুখ আছে—কুন্দ আছে," ভাবি, বিনোদিনি,
আবার সুখের হয় অখিল অবনি।

কামিনী।

(১)

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি, কামিনি সুন্দরি!
নিশি ভোর না হইতে, ভাল ক'রে না ফুটিতে,
কি ভাব-আবেশে, ফুল, যাও তুমি ঝরি?
সত্য করি বল মোরে, কামিনি সুন্দরি!

(২)

হায় রে তোমারি মত নারীর যৌবন !
ভাল করি না ফুটিতে, সুসৌরভ না ছুটিতে,
স্মৃতিদর্পণের তলে হয় রে পতন,—
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ?

(৩)

অথবা শিখাও তুমি বঙ্গকামিনীরে,—
এইরূপে, প্রেমাবেশে, মুখ খুলি, হেসে, হেসে,
মুখ-মধু ঢেলে দিতে পতির অধরে,
নিতি নব নব ভাবে তুষিতে আদরে !

(৪)

শোভিতেছ তুমি সখি, যথা এ প্রাঙ্গণে,
হেন ভাবে অন্য স্থানে, মোহিয়া দর্শক-প্রাণে,
শোভিবে না কভু তুমি ; বঙ্গকুলবালা,
গৃহের বাহিরে কভু হয় না উজালা !

(৫)

থাক, থাক, ফোট, ফুল ; থাক এই খানে !
আবার যখন প্রিয়া, তব তলে দাঁড়াইয়া,
তাকাইবে তব পানে, প্রিয়-সখী-জ্ঞানে,
ঝরিয়া পড়িও, ফুল, তাহার বয়ানে ।

(৬)

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনি সুন্দরি !
নিশি ভোর না হইতে, ভাল ক'রে না ফুটিতে,
নিতি নিতি কেন, ফুল, যাও তুমি ঝরি,
প্রিয়ারে কি শিক্ষা দেও কামিনি সুন্দরি ?

শেফালিকা।

(১)

নিশা-শেষে ঝ'রে পড় বসুধা-উপরে,
সিউলি সুন্দরি !
ঝুর ঝুর বহে বায়, সৌরভ মিশায় তায় ;
নিতি নিতি পূজা তুমি কর কি উষারে ?
কেন এই আচরণ, কহলো আমারে ?

(২)

বসুধা-উপরে পড়ি, দেবতা-সেবায় !
সিউলি সুন্দরি !
আরো তোর সুন্দরতা, হয়, ফুল, প্রকাশিতা,—
ইচ্ছা করে তোরি মত ঈশ্বর-পূজায়,
করিরে জীবন-দান, ছাড়ি বাসনায় !

(৩)

কঠিন পল্লব তব তরুবর ধরে,
সিউলি সুন্দরি !

তথাপি তোমার, ফুল, রূপে গুণে সমতুল,
কেহ নাই ! হায় এই সংসার-ভিতরে,
আছে কত নরনারী এই ভাব ধ'রে !

(৪)

"কোথা হ'তে, কোন্ দেশ, পর্ব্বত হইতে
আইল বহিয়া ?"—
কেহ না জিজ্ঞাসা করে, যদি তরঙ্গিণী ধরে
বিমল পবিত্র জল চারু হৃদয়েতে ;
যথা ফুল, সুকঠিন তরুর শাখেতে।

(৫)

শ্বেত-কায়ে-রাঙ্গা-ছটা-জড়ান-মাধুরী,
সিউলি সুন্দরি !
যেন সুর-রমণীর নখপট সুরুচির,—
মুনির মানস টলে যে দর্পণ হেরি !
শ্বেত কায়ে রাঙ্গা ছটা, মরি কি মাধুরী !

(৬)

নিশা-শেষে ঝ'রে পড় বসুধা-উপরে,
সিউলি সুন্দরি !
ঝুর্ ঝুর্ বহে বায়, সৌরভ মিশায় তায়,
কেন এই আচরণ, কহলো আমারে ?
নিতি নিতি পূজা তুমি কর কি উষারে ?

বকুল।

(১)

শান্তিময়ী সন্ধ্যা-সখী আসিয়া ধরায়,
ধীরে ধীরে, বকুল লো, ছুঁইলা তোমায়;
অমনি খুলিলে মুখ, অমনি ও ক্ষুদ্র বুক,
মধুর ভাণ্ডার খুলি, আহ্লাদ জানায়!

(২)

এইরূপে দেখিয়াছি বঙ্গকুলবালা,
মরমে লুকায়ে রাখে মরমের জ্বালা;
মনোব্যথা অন্য কারে, লাজে প্রকাশিতে নারে,
কহে সুধু সখী-পাশে, ত্যজি ছলা কলা।

(৩)

কবিমুখে শুনে থাকি এই বিবরণ,—
বড় ভাল বাস, ফুল, সুন্দরী-চুম্বন;
তাই সন্ধ্যা-নিকেতন, পেয়ে নব আলিঙ্গন,
মুখমধু-সিক্ত হ'য়ে, খুলিলে বদন!

(৪)

বকুল! তোমার দেহ ক্ষুদ্র অতিশয়;
প্রকৃতির শিশু তুমি, হেন বোধ হয়!

সাদরে, বাঁধেরে ক্ষপা, প্রকৃতির চারু খোঁপা,—
হাসিয়া, বকুল-শ্রেণী তাহাতে বসায়!

(৫)

এভনের কবিবর করিলা দর্শন,—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীগণ করিছে নর্ত্তন!
তোমারেই (বোধ করি) উপযুক্ত ভাবি, পরী,
চরণ-নূপুররূপে করিত ধারণ!

(৬)

তোমারি তরুর তলে, প্রেমিক সুন্দর,
আসি দাঁড়াইল যবে নবীন নাগর,
কহিল চতুরা হীরা, "বিদ্যা তার হাত ধরা,"—
উথলি উঠিল তার হৃদয়-সাগর!

(৭)

সেই মধু প্রণয়ের ভাগী তুমি ছিলে,
তাই ফুল, আসি আমি তোর তরুতলে;
পুনঃ যেন বোধ হয়, ভারতে ভারত গায়,—
কবিতা-কুহকে মরি বাল-বৃদ্ধ ভোলে!

কচুপাতা।

(১)

লোকে তোরে ঘৃণা করে, ওরে অনাদৃতা ! —
শ্লেষে, ব্যঙ্গে করে তোর নাম-উচ্চারণ
আজি কিন্তু শুভক্ষণে, চির-উপেক্ষিতা !
রোমাঞ্চ জাগালি দেহে, হৃদয়ে স্পন্দন

(২)

কি আশ্চর্য্য ! এই ক্ষুদ্র প্রজাপতি গিয়া,
পরশিল যেই তোর তরল শরীর,
হরষে বিবশ তুই, উঠিলি কাঁপিয়া,
দর দর, ঝর ঝর ঝরিল শিশির !

(৩)

আমিওরে তোরি মত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ;
শ্লেষে ধরা করে মোর নাম-উচ্চারণ !
তাই ভাবি, তোরি মত, নীহার-সঞ্চিত
করিব রে ! হব আর্দ্র তুহারি মতন !

(৪)

যেমনি বসিবে দেহে হরিনাম-পাখী,
অমনি হৃদয়-শাখী উঠিবে কাঁপিয়া !
সে পাখীর পদরজঃ সর্ব্ব-অঙ্গে মাখি,
ঝর ঝর প্রেম-অশ্রু পড়িবে ঝরিয়া !

(৫)

তোর এ আয়ুল-বেশে, অয়ি আদরিণি !
যেমতি ও তনু তোর অপূর্ব্ব সুন্দর,
আমিও হইব ধনি, হরি-সোহাগিনী ;—
হাসিয়া কহিবে কথা রসিক নাগর !

কুরুচি।

(১)

ফিন্‌ফিনে, জ্যাল্‌জেলে, অতি মিহি রঙ্গিন ঢাকাই,
অঙ্গে তব, অর্দ্ধ-বিবসনা !
কে গো তুমি ? হাবভাবে, একি দৃপ্ত যৌবন বড়াই !—
মদিরায় ঘূর্ণিত-নয়না !
নীবীবন্ধ পড়ে খসি খসি !
ছি ছি ছি ছি ! নারীবেশে, সর্ব্বনাশী ! কে তুমি রাক্ষসী ?

(২)

অঙ্গে মাখি গন্ধতৈল, বাঁধি বেণী, বিরচি কুন্তল,
গালে টোল, মুখ টিপি হেসে ;—
বক্ষের কাঁচলি স্রস্ত, দুনয়নে ঘোরাল কজ্জল,
লো ডাকিনি, সম্ভাষিছ এসে !
কি বিদ্যুৎ প্রতি চাহনিতে
হানিতেছ ! একি সুজটিল ভাব কুটিল ইঙ্গিতে !

(৩)

ছাড়, ছাড়, হাত ছাড় !— কোথা চাও লয়ে যেতে মোরে,

বাহু-ডোরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ?

শিথিল হইল তনু কি আলস্যে ! —যেন নিদ্রা-ঘোরে !—

তোমার এ অঙ্গ পরশিয়া।

কি কহিছ ? হইয়াছে রাত্তি—

হে বল্লভ ! চল, চল—ফুলশয্যা রাখিয়াছি পাতি !”

(৪)

ক্ষমা কর, কুহকিনি ! জানি আমি তোমার ভারতী ;

ছলে, বলে, টানিয়া আমায়—

বৃকোদর, কৃষ্ণাবেশে, কীচকেরে ডাকিলা যেমতি,

আহ্বানিছ কুসুম-শয্যায় !

নায়িকার কৌশলে আঁকড়ি,

মুহূর্ত্তে বধিবে প্রাণ, হে কুরুচি ! আঁচড়ি কামড়ি !

স্বরুচি।

(১)

মরি মরি একি রূপ ! সরসীতে যেন কমলিনী !

কে গো তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী ?

লক্ষ্মী যেন অবতীর্ণা মহীতলে ! স্থির সৌদামিনী

হাসে যেন, নারীমূর্ত্তি ধরি !

পরিপূর্ণ রূপের ও ভাতি!
তারারত্ন নাহি চাহে রূপবতী পৌর্ণমাসী রাতি;

(২)

কুরুচির মত তুমি, ম্যাকাশর্, ল্যাভেণ্ডার্ মাখি,
মুখে দিয়া শ্বেত পাউডার্,
সাজনা লাবণ্যবতী, মহাযত্নে পূতিগন্ধ ঢাকি!
কুষ্ঠে যেন চন্দনের সার!—
আটপৌরে সাড়িখানি পরি,
হাসিতেছ মৃদু মৃদু! রূপালোকে ঘর গেল ভরি।

(৩)

কুরুচির মত দেবি, নহ তুমি বাচাল মুখরা;
বাণী তব অমৃতবর্ষিণী,
এ সংযমে কি মধুরা! কুঞ্জবনে যেন কলস্বরা,
নন্দনের সুধা-প্রবাহিনী।
রুক্মিণী করিছে যেন গান
দ্বারিকায়, নারদের বীণা সহ মিলাইয়া তান!

(৪)

নাচিয়া খেম্‌টা নাচ, বাজাইয়া শিঞ্জিনী, কিঙ্কিণী,
ব্যাপিকা কুরুচি বিলাসিনী,

হরে পুরুষের চিত্ত! তুমি কিন্তু, হে বরবর্ণিনি,
শাঠ্যে নাট্যে নও বিজয়িনী।
মধুর তোমার সরলতা
করে মুগ্ধ,—স্নেহময়ী মার যেন সুধামাখা কথা!

(৫)

তালবৃন্তে করেন ব্যজন যথা অগ্রজা ভগিনী,
রসালো সামগ্রী দিয়া পাতে,—
কত যত্ন কর তুমি! তুমি যেন মঙ্গলরূপিণী
ইষ্টদেবী, ভক্তের সাক্ষাতে।
রৌদ্রতপ্তা বসুধার কায়া
জুড়ান্ যামিনী যথা,—কি শীতল তব পদছায়া!

(৬)

সুপথ্য মুগের ডাল, অতি মিহি পুরাণো তণ্ডুল,
রোগান্তে, পুত্রের পাতে আনি,
হাসেন জননী হর্ষে!—তব স্নেহ তেমতি অতুল!
তেমতি সুপথ্য তব বাণী!
জিনি আহা রসালো পায়স!—
জয় জয় অন্নপূর্ণে!—আনিয়াছ কোন্ সুধারস?

ঊষা

(১)

টং টং টং পাঁচ্‌টা যখন বাজ্‌ল ঘড়িতে,
ঝাট্ ছাড়্‌নু ঘুমের বাড়ি—জাগ্‌নু ত্বরিতে !
"দেখ্‌বো আজি ঊষারাণীর ঠোঁট দুটি রাঙালো,
ভুবন-আলো কেমন রূপ, ফুট্‌ফুটে জাঁকালো !"—
মুখে কৌতুক, চোখে কৌতুক, হ'য়ে উৎসুক অতি,
তেতালেতে হ'লাম হাজির, দেখ্‌তে ঊষা সতী !

(২)

"জাগ জাগ, কবিকুলের চির দুলালি !
জাগ জাগ, চিত্তসরের স্বর্ণমরালি !
ঊষা ! তোমার বর্ণভাতি খাঁটি সোণালি !
তার পাশেতে অন্য রূপ ফিঁকে রূপালী।
গোলাপী-বরণ কপোল দুটি, মুখে পদ্মমধু,
চাঁপার কলি আঙুলগুলি, এস দেবের বধূ !"

(৩)

শুনে উকতি, শুনে মিনতি, চির দয়াময়ী,
শয্যা ছাড়ি, উঠ্‌লো বসি ঊষা চিন্ময়ী !

একি রূপ! একি রূপ! গলে মতির মালা,
হীরায় জড়িত স্বর্ণমুকুট, হাসে দেবের বালা!
ময়ূরকণ্ঠী বসন ছাড়ি, রাঙা চেলী পরি,
উঠে দাঁড়ালো!—রূপ-বন্যায় জগৎ গেল ভরি!

(৪)

চিরানন্দা উষারাণী, বীণা লয়ে করে,
করে ঝঙ্কার!—সোণার তারে একি সুধা ঝরে!
সে রবের প্রতিধ্বনি পিককণ্ঠে গিয়া,
কুহু কুহু কুহু শব্দে উঠ্‌লো উছলিয়া!
হ'লো তারি প্রতিধ্বনি "বউ কথা কও"-গলে,—
বউ কথা কও, "বউ কথা কও, বউ কথা কও" ব'লে।

(৫)

যাদুকরি, ওগো উষা! ওগো আলোক-কন্যা!
মোর চিত্তে ঢাল, ঢাল তিমিরহরা বন্যা।
কোন্ প্রভাতে কোকিল-রবে চির কুহরণ
হবে চিত্তে? কোন্ প্রভাতে চির-জাগরণ?
টং টং টং পাঁচটা যখন মানস-ঘড়িতে,—
সেই প্রভাতে জাগ্‌ব উষা, তোমায় হেরিতে!

কুহুরব।

(১)

ওই ওই, শোন শোন ! সেই সুর ! সেই সুধাধারা !
কুহু কুহু কুহু কুহু রবে,
কি ঝঙ্কার ! কি ঝঙ্কার !—কি অদ্ভুত ! যাদুমন্ত্রপারা
জিয়াইয়া দিল যেন শবে !
শিহরিয়া অপূর্ব্ব হরষে,
যযাতি-যৌবন যেন পাইলাম এ বুড়া-বয়সে !

(২)

কুহু কুহু কুহু কুহু ! কি আনন্দ ! এ কি ধ্বনি শুনি ?
রিণিকি রিণিকি রিণি ঝিণি !—
প্রৌঢ়া বসুন্ধরা যেন অকস্মাৎ হইল তরুণী ,
পায়ে বাজে রজত-শিঞ্জিনী !
রূপবতী তিলোত্তমা সমা,
ফুলে ফুলে ফুল্ল ধরা ! মাধুর্য্যের নাইরে উপমা !

৩)

নিরানন্দা ধরা আজি সদানন্দা ! কি দীপ্তি নয়নে !
বুড়া কবি আজ যুবা কবি !

এ যেন রে পরীরাজ্য ; চারি ধারে বিচিত্র বরণে,
ইন্দ্রধনু-বরণের ছবি !
কোন্ মায়াবীর ইন্দ্রজালে
ধরা পড়িয়াছে ধরা ? নরনারী নাচে তালে তালে !

(৪)

ওই শোন, ওই শোন ! কুহু কুহু কুহু কুহু রবে,
এ কি বাদ্য বাজে নাট্যশালে !
উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা নাচে যেন বসন্ত-উৎসবে,—
যোগীও চমকে বাঘছালে !
কি ঝঙ্কার এস্‌রাজের তারে !
তপ্ত ধরা জুড়াইল আষাঢ়ের অমৃত-আসারে।

(৫)

আবার আবার ওই ! কোন্ কেন্দ্র হইতে এ বারি,
আকাশ ও ধরিত্রী জুড়িয়া,
উথলিছে, উছলিছে !—কিছুতেই বুঝিবারে নারি,—
হেরি আমি চৌদিকে চাহিয়া !
বুঝি এই অদ্ভুত ঝরণা,
আমারি অন্তরে আছে ?—অনাহত বাজিছে বাজনা !

(৬)

এ চিত্তে বধির করি, কাণ পাতি, একি শব্দ শুনি ?-
অন্তরেও বাজে এই সুর !
নারী নও, নর নও, গুণ নাই, কে গো তুমি গুণী ?
অপরূপ, কে তুমি চতুর ?
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ
বিলাইছ চুপে চুপে ! একি লীলা ! বিচিত্র প্রবন্ধ !

(৭)

কুহু কুহু কুহু কুহু !—শব্দ-ব্রহ্ম, হে অনাদি-ছন্দ !
স্পর্শ রূপ রস গন্ধে ভরা,
এ ব্রহ্মাণ্ড তোমারই প্রতিধ্বনি ! তুমিই অদ্বন্দ্ব !
তব ক্রোড়ে বাজে সপ্তস্বরা !
ঋষভে গান্ধারে ও মধ্যমে,
পঞ্চমে ধৈবতে আর নিষাদেতে উঠিতেছে ক্রমে।

(৮)

নবোঢ়ার চুপি চুপি প্রেমালাপে, শিশুর চীৎকারে,
মেঘমন্দ্রে, সিংহের গর্জ্জনে,
ঘন-হাত-নাড়া-সিদ্ধা মেছুনির ভীষণ হুঙ্কারে,
গুণ্ গুণ্ অলি-গুঞ্জরণে,
এই সুর ;—এই এক সুর !
কভু মিষ্ট, কভু বা ভীষণ, কভু ভীষণ-মধুর !

(৯)

তাই এই কুহুকুহু-শব্দময়ী ঝরণার তলে,
মাথা রাখি, করি পুণ্যস্নান,—
হৃষীকেশে গিয়া যেন মন্দিরের ঝরণার জলে,
জুড়াইল তাপিত এ প্রাণ !
আরো ঢাল, আরো ঢাল সুধা !—
আকণ্ঠ করিয়ে পান, চিরতরে মিটে গেল ক্ষুধা !

বর্ষার আনন্দ

(১)

কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ ! রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ !
ওই ওই সরসা বরষা,
হের দেখ নামিল সহসা !
ওই দেখা যায় ওর ভৃঙ্গসম কালো কালো চুল ;
বিদ্যুৎকটাক্ষে ওই, স্বর্ণবর্ণ, অতুল, অতুল ;
ঐ দেখ ক্রোড়ে ওর গন্ধরাজ জাতি যূথী ফুল !
এ চিত্ত-গোলাপবাগে হের দেখ নাচে শিখীকুল,
বুল্‌বুল্ নাচিল সহসা !
হের দেখ, নামিল বরষা !

(২)

কড়্ কড়্ কড়্! রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্!
সুশীতল চন্দন-পরশা,
হের দেখ নামিল বরষা!
মেঘ-মন্দ্রে পরাজিত পলাইল সারথি অরুণ!
একি রঙ্গ! ফেনিল তরঙ্গ-হাসি হাসিল বরুণ!
উষ্ণশ্বাস নিশ্বসিয়া নিশ্বসিয়া, কি কষ্ট দারুণ
পেতেছিল এ বসুধা!—এতদিনে নিভিল আগুন!
মিলন-আনন্দ আজি বিরহিণী-হিয়ায় দ্বিগুণ,
প্রাণনাথ-দরশে সহসা!
হের দেখ নামিল বরষা।

(৩)

কড়্ কড়্ কড়্ কড়্! রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্!
নামিয়াছে সরসা ভরসা,
নামিয়াছে সরসা বরষা,
আমার এ কবিচিত্ত-ভূমে! পেয়ে অবলম্ব,
শিহরিয়া, শিহরিয়া ফুটিতেছে সোণালি কদম্ব!
এসেছে অপরাজিতা, আর তার সহে না বিলম্ব!
অকস্মাৎ ফুল ফোটে, ফল দোলে, পেয়ে জলবিন্দু!
নারিঙ্গি হইল লাল! ফাটি পড়ে রসালো দাড়িম্ব!
চিত্তভূমি হইল সরসা;—
কি আনন্দ! কি আনন্দ! এত দিনে নামিল বরষা।

ঝরা ফুল।

(কবি করুণানিধানের "ঝরা ফুল" কাব্যপাঠান্তে রচিত।)

(১)

ওগো কোন্ কল্পনার, সুষমার নন্দন-উদ্যানে,
ফুটেছিল শেফালিকা ফুল ?
সারা দিন তরু ছিল যোগে মগ্ন কোন্ মহাধ্যানে ?
সিদ্ধি লাগি আকুল ব্যাকুল ?
সারানিশি হেরেছিল তরু কোন্ সৌন্দর্য্য-স্বপন ?
গিয়াছিল কোন্ চন্দ্রলোকে ?
কোন্ স্বর্গসুধা পিয়ে, পাইল রে বাসন্ত জীবন,—
আলোকিত অপূর্ব্ব আলোকে ?

(২)

প্রভাতে মধুর হাসি, সুপ্রসন্না, বাজাইয়া বাণা,
যেমতি আইলা বীণাপাণি,
শেফালীর চিশুবধূ, শিহরিয়া হইল নবীনা,
চুম্বি তার রাঙা পা দুখানি !
কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, ঝঙ্কারিল প্রভাতি-বন্দনে,
বেড়িয়া মায়ের পদমূল !
সে শুভ মুহূর্ত্তে তরু ঢালি দিল সে রাঙা চরণে,
একরাশি এই "ঝরা ফুল" !

(৩)

তাই কবি, তাই দেব, চিত্তহরা অতুল, অতুল,
তোমার এ মোহনীয়া ফুল!
রাস-পূর্ণিমার রাত্রে এ যেনরে ফুটন্ত বকুল,
গোপী যবে মিলন-আকুল!
হে বরেণ্য, মহাধন্য, তাই আহা, অতুল, অতুল,
তোমার এ লোভনীয়া ফুল!
এ যেনরে রুক্মিণীর মণিমালা—নাহি যার মূল,
রতির কাণের নব দুল!

(৪)

সমুদ্রমন্থন-কালে, মুখচন্দ্রে ক্ষরে জোৎস্নারাশি,
জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিলা ইন্দিরা!
কিবা গ্রীবা, কি ভঙ্গিমা, মরি মরি, কি মধুর হাসি,
সোণার মুকুটে জ্বলে হীরা!
ধরণীর ধূলারাশি অকস্মাৎ সে পদ-পরশে,
হরষে হইল শতদল;
এ যেনরে সুধা-ভরা, ঢল ঢল লাবণ্যের রসে,
সেই ফুল্ল অরুণ কমল!

(৫)

মেনকা-উর্ব্বশী গায় কলকণ্ঠে, ধায় মন্দাকিনী,—
কবিতার বৈজয়ন্ত-ধাম!

শ্রীমধুর কল্পলতা চিরফুল্ল, ভারতের বেলা সুহাসিনী,
যথা চিরফুল্ল পুষ্পদাম ;
রবীন্দ্রের "পারিজাত লতা" যথা চির সোহাগিনী;
চিরফুল্ল—হেমের মাধবী :
সেই নন্দনের কোন্ গন্ধরাজ, আনন্দ-দায়িনী,
তোমার এ কুসুম সুরভি ?

(৬)

এগো নহে ঝরাফুল ! মহাকাল-মহাতরু-শাখে
চিরদিন শোভিবে এ ফুল !
হবে না দুর্দ্দশা এর, ধরণীর ধূলার বিপাকে !
মধুভরা, অমর, অতুল !
বৃন্তচ্যুত নহে ইহা ; দীনতায় বলিয়াছ যাহা,
ভুল তাহা,—ভুল, মহাভুল !
ঝরাফুলে ভোলে কিরে অলিকুল ? সারা বঙ্গ আহা
রস-গন্ধে আনন্দ-আকুল !

বীণা।

কলঙ্কের দাগ লাগি অবশ, অলস
তারগুলি !—লাজ রাখ, মান রাখ !—বিনা
তোমার করুণা, হে কৌশলি, অতি দীনা
এ হৃদয়-বীণা ! ঢাল বিদ্যুৎ-পরশ

তার ও অঙ্গুলি-মাঝে! উদ্দাম হরষ
জাগুক্ গো তারে তারে! যেমন প্রবীণা
হয় গো নবীনা, পেয়ে পতির দরশ
যুগান্তে! যুগান্তে আজি বাজুক্ এ বীণা!
হে কর্ম্মি! শিখাও কর্ম্ম। নয়ন মুছিয়া,
নবীন উৎসাহে পুনঃ নবীন বীণায়,
ধরিব নবীন তান, সুছন্দ গাঁথিয়া,
কর্ম্ম-রঙ্গভূমি-মাঝে, অপূর্ব্ব লীলায়!
হে শিবসুন্দর দেব! স্মরিয়া তোমারে,
বিশ্বপ্রেম-গীতি গাব, ঝঙ্কারিয়া তারে!

গুলে-বকাওলি।

(ইহা এক প্রকার ফুলবৃক্ষ। কতকটা ভূট্টা গাছের মত আকার। গাছের দাঁড়া উর্দ্ধে উঠে, ও তাহার চারিধারে লম্বা লম্বা পাতা ছড়াইয়া পড়ে; থোলো থোলো শাদা সুগন্ধি ফুলগুলি কেবল ডগার উপরেই ফুটিয়া থাকে।)

(১)

রে বিচিত্র ফুল-তরু! কাটাইয়া ধরণীর মায়া,
ধরণীর সুখভোগ, রোগ, শোক, সন্তাপ পাশরি,
উর্দ্ধদৃষ্টি, উর্দ্ধগতি, বল্ বল্, কার মুখ স্মরি?
তোর কায়া-মাঝে আজি পড়িয়াছে কার পদছায়া?

(২)

জানিস্ না তোষামোদ—মানবের চরণ-লেহন ;
কোন নৃপতির পদে মাথা তোর নাহি হয় হেঁট !
কার পাদপদ্মতলে রাখিবারে এ রূপালি ভেট,
এ মধুর আকিঞ্চন, প্রাণপণ এই আয়োজন ?

(৩)

সদা তোর ঊর্দ্ধদৃষ্টি ! ধ্যানে সদা নন্দন-স্বপন !
ধাত্রী ধরিত্রীর লাগি তবু তোর কেঁদে উঠে প্রাণ !
হে পবিত্র শুভ্র-আত্মা ! কি সৌরভ করিস্ প্রদান
বিশ্বজনে ! বিশ্ব হাসে, ভুলি দুঃখ, মুদিয়া নয়ন !

উষা।

শিশির মুকুতাহার কণ্ঠে দোলে ! সৌরভ নিশ্বাসি
ঘন ঘন, এ কি হাসি ! ভালে টিপ্, অরুণ-দুকূলা,
ঘুরাইছ লীলাপদ্ম !—দিগঙ্গনা, আনন্দ-আকুলা,
অয়ি উষে ! হেরে তব ঢলঢল লাবণ্যের রাশি !
কি সৌন্দর্য্য ! কি সৌন্দর্য্য ! আলোকের বন্যা যেন আসি
বিধৌত করিল বিশ্বে, দূর করি মলিনতা, ধূলা,
কলঙ্ক ও অন্ধকার ! ফুল ফোটে, নীড়ে পাখীগুলা
হের, তাহারাও আনন্দ-অধীর ! রোগী উঠে হাসি !

অয়ি কুহকিনি উষে! পশি মম মানস-নগরে,
রচিয়াছ ভাবরাজ্যে সৌন্দর্য্যের নব-বৃন্দাবন,
তবু আমি যে তিমিরে সে তিমিরে! অন্তর-অন্তরে
হের কৃষ্ণা বিহঙ্গিনী করিয়াছে পক্ষপ্রসারণ!
তমস্বিনী ঢাকিয়াছে দীনদুঃখী আমার আত্মারে,—
আর কেন? ধৌত কর এ আঁধারে আলোক-জোয়ারে!

সখীর প্রতি বঙ্গবিধবার উক্তি।

আমারই মত তুমি পতিহীনা! এস সহচরি,
মহামন্ত্র দিব তব কাণে কাণে, মধুর বচন!
তুমি চাও মরিবারে! সে কি ভাল? বড় ভয়ঙ্করী
আত্মহত্যা,—তার বাড়া পাপ নাই! মানবজীবন
বড়ই দুর্লভ সখি!—তাই চুপে, তিল তিল করি,
মরি আমি!—হৃদয়-শ্মশান-মাঝে, অগুরু চন্দন
আনি চুপে, বসাই লো প্রাণনাথে! করি প্রজ্বলন
আপনারে, তাঁর সঙ্গে!—মহারঙ্গে চিতা উঠে ধরি!
অপূর্ব্ব এ সতীদাহ হয় নিত্য দিবস রজনী;
রূপ কান্তি, সুখ শান্তি, সব যায়, সব যায় পুড়ে!

চিতার কালিমা-ছায়া পড়িয়াছে সারা মুখ যুড়ে !
কাঁদ কেন ? শুনিছ না হুলুধ্বনি ? ওই শঙ্খধ্বনি
হইতেছে ! সুরনারী লাজমুষ্টি গগনের শিরে
ছড়াইছে !—হেসে হেসে, পুণ্যলোকে যাব লো অচিরে !

বর্ষার নৃত্য।

(১)

কেরে বামা নীরদবরণী ধনী, নাচিছে ?
কালো অঙ্গ, কালো কেশ,
কালো চক্ষু, কালো বেশ,
যেন শ্যামা !—অঙ্গভূষা রিণি রিণি বাজিছে !
ময়ূর ময়ূরীদলে
নাচাইয়া কুতূহলে,
একি রঙ্গ !—আপনিও সেই সঙ্গে নাচিছে !
কেকারবে, কেকারবে,
মাতিয়াছে কি উৎসবে,
শিখীকুল ! শত ইন্দ্রধনু যেন রাজিছে !
একাকিনী কুঞ্জবনে কেরে বামা নাচিছে ?

(২)

কি মোহিনী !—নাচিতেছে শ্যামাঙ্গিনী বরষা !
মেঘে রাখি তনু স্থূল ;

স্বক্ষম দেহে—নহে ভুল !—
এ রঙ্গিণী কুঞ্জবনে নামিয়াছে সহসা !
ওই হের—তড়্ তড়্
নামে জল !—কড়্ মড়্
করে মেঘ ! শিখী নাচে ! বলিহারি ভরসা !
মেঘ-পাশে ঘূরি ঘূরি,
নাচিতেছে উড়ি উড়ি
কত পাখী !—নাচে লতা।—কি হরষে বিবশা
দু কাঁকণে কিণি কিণি,
দু নূপুরে রিণি রিণি,
আমারো কবিতা নাচে, ভাবরসে সরসা !
এ যেন রে রাসোল্লাস ! কি আনন্দ ! কি উচ্ছ্বাস
সারা ধরা একি সুখ-পরশা !
হের, হের, কুঞ্জবনে নাচে ওই বরষা !

মুরলী।

(মধ্যরাত্রে বংশীধ্বনি শুনিয়া।)

(১)

ওগো তুমি থাম, থাম !—কেগো তুমি বাজাও বাঁশরী ?
নিশ্বাস হইছে মম রোধ !

এত সুখ প্রাণে সহে? এ আনন্দে তনু দহে
প্রাণ বধ,—কে তুমি অবোধ?
একি তব পরিচর্য্যা!
গোলোপের ফুলশয্যা
পাতি, চুপে, শোয়ালে আমায়!
ছদ্মবেশে গুপ্ত কাঁটা ছিল তাহে! একি জ্বালা! প্রাণ বাহিরায়!

(২)

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুকারিয়া, একি কথা কহিছে মুরলী!
বিরহিণী নারীর সমান,—
আশাপথ চেয়ে চেয়ে, যুগান্তে পতিরে পেয়ে,
আমি যেন হারায়েছি জ্ঞান!
একি সুখ? একি দুখ?
দুরু দুরু কাঁপে বুক!
নবোঢ়ার দুর্দ্দশা যেমন,
পেয়ে আহা, লাজহরা, দুঃখহরা, সুখহরা প্রগাঢ় চুম্বন!

(৩)

বংশীধর! থাম, থাম!—আজি আমি বুঝিয়াছি বেশ,
বৃন্দাবনে যত গোপাঙ্গনা,
শুনি মুরলীর ধ্বনি, কি মহাপ্রমাদ গণি,
কৃষ্ণপদে সঁপিত আপনা!
হ'য়ে নারায়ণী সেনা,
হইত গোলাম কেনা!

বুঝিয়াছি—ঠেকিয়া শিখিয়া,
কি নিবিড় হর্ষ পায় সর্জ্জরস, হোমানলে দহিয়া দহিয়া!

(৪)

বংশীধর! থাম, থাম!—আজি আমি বুঝিয়াছি বেশ,
যাত্রীদের কি ঘোর আনন্দ,
পথে যেতে!—বাত্যা সহি, সূর্য্যকরে দহি দহি,
হেরিবারে তীর্থ সেতুবন্ধ!
কেন চায় ঊর্দ্ধমুখে
গাভীবৃন্দ? মুখে বুকে
কালিন্দীর, কি ঘোর হরষ!
অকস্মাৎ কেন সে উজান বহে, বংশীরবে উধাও, অবশ!

(৫)

এ বাঁশী চাহিনা আমি!—কোথা তুমি, মহাবংশীধর?
প্রাণের এ গুপ্ত বৃন্দাবনে,
কত কাল অনাথিনী, ঝুরিবে এ বিরহিণী,
তব লাগি শয়নে, স্বপনে?
ঘুচুক্ এ মায়াজাল,
ঘুচুক্ এ দেশ, কাল,—
কদম্ব-পুলকে শিহরিয়া,
হে স্বামিন! তোমার এ আত্মাবধূ, শ্রীচরণে পড়ুক্ লুটিয়া!

বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া।

কে আমি ? তোমরা বুঝি ভাবিয়াছ—আমি
বৌমাষ্টারের কিম্বা গোপালে উড়ের
যাত্রাদলে, সাজি রঙ্গে কেলুয়া ভুলুয়া,
হাসাই দর্শকবৃন্দে, মুখভঙ্গি করি ?
আমার সে অঙ্গভঙ্গি হেরি, হর্ষে সারা
হয়, সারা লোক ? শোক ও বিষাদ ত্যজি,
শোনে মোর বিচিত্র সঙ্গীত ? রসরঙ্গে
ভরা, হেরি নেত্র মম, হাসির ফোয়ারা
চৌদিকে ছুটিয়া উঠে? যথা কাতুকুতু
দিলে, হাসে লোক ! কিম্বা যেমতি দৈবাৎ
হঠাৎ পড়িয়া গেলে বর্ষার পিচ্ছিলে,
জোয়ান ঠাকুরদাদা, নাতি ও নাতিনী
একরাশ, হেসে উঠে, হাততালি দিয়া,
কে কাহার গায়ে পড়ে বুড়ার নাকালে !
কিম্বা যথা, হাসে যত ছাত্রবৃন্দ, যবে
কেমিষ্ট্রীর প্রফেসর্, নিপুণ কৌশলে
সৃজিয়া লাফিং গ্যাস্, করেন কৌতুকে
কক্ষটিরে বৃন্দাবনী রঙ্গরসে ভরা ?
না গো না, এ সব নয় ! এ বুড়া বয়সে
ক'রেছিনু আমি বিয়া (আঁধারে আলেয়া) !

প্রাণ যায়, আঁখি ঝলসিয়া! ক্ষুদ্র, তবু
বধূ মোর অতি উগ্র, যেন রে সমগ্র
লঙ্কা-মরিচের ঝাল, চাল্‌ভাজা সহ!
একদিন আমি, সেজে গুজে, গিয়াছিনু
আনন্দে, শ্বশুর-গৃহে, সুখের আশ্বিনে!
শালাদের কাণ-মলা, শালীদের আস্য,
উচ্চহাস্য, কি মজার! মল্লিনাথী ভাষ্য
কালিদাসী কবিতার যেন! রঙ্গচক্রে
পড়ি, কি কুক্ষণে খাইলাম একরাশ
সিদ্ধি, বুদ্ধিশুদ্ধি ভুলি! কি অশুভক্ষণে,
সেই শুভরাত্রি, বিজয়া-দশমী-দিনে,
হইল অশুভ রাত্রি, সুখের আশ্বিনে!
শ্যালকেরা মোর, আমার মর্য্যাদা-হানি
করি (কে না জানে পেন্‌শণ্ড্ সবজজ্
আমি, ইংরাজী-নবীশ ?), আমার নেশার
উচ্চ মাত্রা হেরি, থিয়েটার-ঘর হ'তে
আনি, clown এর সাজসজ্জা (ছি! কি লজ্জা!)
চুপে চুপে, রঙ্গে দিল মোরে সাজাইয়া,
(বিংশ শতাব্দীর দূর পদশব্দ শুনি,
অদ্ভুত Telephon দিয়া, তিন মাস আগে!)
বিংশ শতাব্দীর হায় অপূর্ব্ব কেলুয়া!
ভোর রাত্রি! তখনও ছুটে নাই নেশা,—

ছোট শালী মম (শালীটীর মোটেই গো
দয়া মায়া নাই !) বলিল—"হে জলধর !
ভস্মবর্ণ সাদা গোঁপে কলপ মাখিয়া,
কেন এলে যুবা সাজি, বেহায়া, নির্লজ্জ ?
হে হোঁদোল কুত্‌কুতে ! তুমি লও নস্য,
মোরা করি হাস্য !" এত বলি উচ্চ-রোলে,
খিল্‌ খিল্‌ করি, নাসিকার রন্ধ্রে মম
দিল গুঁজে, একরাশ নস্য ! উচ্চ হাস্যে,
শালী-অরবিন্দবৃন্দ পড়িল ঢলিয়া,
এ উহার অঙ্গে ! হে পাঠক, পাঠিকা,
তোমরা হেসো না অত ! আমার দুর্দ্দশা,
নাকাল হইনু বড ! ভয়ে জড়সড়,
হাঁচি হাঁচি, কাশিতে কাশিতে, (সে হাঁচি কি
থামাইতে পারি ? সে বৃদ্ধের কাশি
রুদ্ধ করে কার সাধ্য ?) হাসিতে হাসিতে হায় !
(কেমনে থামাই বল সিদ্ধির সে হাসি ?)—
হাঁচি হাঁচি, কাশি কাশি, হাসি মহাহাসি,
কাঁদি কান্না, ছুটিতে ছুটিতে, উঠি, পড়ি,
ছাড়িয়া কট্‌রা Road, একেবারে গিয়া
South road এ পড়িলাম, হাঁপাইয়া ছুটি !

বারাণ্ডায় সাজাইয়া অদ্ভুত কেমেরা,
মহানন্দে ছিল তথা গোঁয়ার গোবিন্দ,

বাঙাল বাঁকুড়া-বাসী তুষ্ট রামানন্দ,
আর ছিল বসি তথা কাঙাল বাঙাল,
ভুট্টাপ্রিয় খোট্টা কবি, শঠেন্দ্র দেবেন্দ্র।
অপূর্ব্ব মাণিকজোড় কাছে মোরে ডাকি,
সোহাগে ও যত্নে মোর ছবি নিল তুলি!
বড়ই বেয়াড়া হায় সাহিত্যের তুলি!
পাছে ছিল দাঁড়াইয়া, বালকৃষ্ণ-সম,
ক্ষুদ্র শিশু—সেও মম মূরতি নেহারি,
হাসিবে কি, কাঁদিবে কি, বুঝিতে না পারি,
মৌনী কোনো ঋষিসম, অবাক্, অচল!
আমি এবে চিরতরে রঙ্গিনু চিত্রিত,
অদ্ভুত, আজগুবি—ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি—
বিংশ শতাব্দীর আগা অপূর্ব্ব কেলুয়া!

শরৎ ঋতু।

বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, চলি গেছে! এসেছে আশ্বিন;
অদূরে ধবল পৌষ! হের মম অর্দ্ধপক্ব কেশ,
কহিছে, "হয়েছ বুড়া, অগ্নি প্রায় ভস্ম-অবশেষ
"জীবন-নলিনী তব রবে ফুল্ল আর কত দিন?

"হে প্রবীণ, আশার দর্পণে এবে সাজিয়ে নবীন,
"কেন আর হের মুখ ? ছাড় তব লালে লাল বেশ !
"হোরি-খেলা সাঙ্গ তব ; ঘরে নাই আবীরের লেশ !
"হে প্রবীণ, কেন গাও ? গেছে কণ্ঠ, ভাঙ্গিয়াছে বীণ্ !"

জানি আমি সুন্দর এ শুভ বাণী ! তাই অমলিন
আমার এ শারদী আনন্দ ! হের, পুলক-বিহ্বলা,
শারদী যামিনী, স্বর্ণাম্বরা, কুসুম-কুন্তলা ;
জ্যোৎস্না হাসে ; তরুণ শেফালি হাসে, অরুণ নলিন !

অপূর্ব্ব আশ্বিন মাস !—মা আমার হয়ে, দশভুজা,
হাসিছেন হৃদি-রাজ্যে ! সারা মাস একি দুর্গাপূজা !

বন-তুলসী

আমি আজি দিব না রাজস্ব-কর সে ফুলরাণীরে—
শত শত কবিদের যেই ধনী চির সোহাগিনী ;
সৌন্দর্য্য-সায়রে আহা ঢলঢল সরোবর-নীরে,
চির হাস্যময়ী যেই গৌরবিণী রক্ত-কমলিনী !

আকুল বুল্‌বুল্‌ সম, বন্দিয়া সে গোলাপ গর্ব্বিণী,
চাটুকার-বন্দীবেশে সিঞ্চিব না সোহাগ-শিশিরে!
বিমুগ্ধ পাপিয়া সম, আন্দোলিয়া কদম্বেরে, ধীরে,
জাগাব না প্রতিধ্বনি, দিশি দিশি কানন-ব্যাপিনী!

চাহিনা হইতে আমি স্বর্ণ চাঁপা, কাঞ্চন, অতসী,
হয় যাহা নারীশিরে, নারীভুজে, সুমাল্য, কেয়ূর!
আমি চাহি হইবারে সুপবিত্র কানন-তুলসী,
ভুর্ ভুর্ মধুগন্ধে দিগন্তে করিয়া ভরপূর!

এক দিন,—শুভ দিনে! মম চিরপুণ্যপুঞ্জফলে,
ভাগ্যবান্, পাব স্থান গোবিন্দের উরস-কমলে!

মাধবী-লতা

(একটি মৃতপ্রায় মাধবী-লতাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইল।)

(১)

মাধবী লতা, মাধবী লতা,
জীর্ণ শীর্ণ ছিলি;

হোত ভাবনা, তুই ললনা,
মরণে বরিলি !—
কোন্ সে যোগে ? কোন্ বিয়োগে,
ছিলিরে জ্ঞানহারা ?
বাণ-আহত পাখীর মত,
নাহিক ছিল সাড়া !
তুষারে হারা ঝরণা পারা,
ছিলিরে যেন শব !
পোড়ো বাড়ির শাঁকের মত,
তুই ছিলি নীরব !—
মাধবী লতা, মাধবী লতা,
জীর্ণ শীর্ণ ছিলি ;
হোত ভাবনা, তুই ললনা,
মরণে বরিলি !

(২)

অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাৎ
থাম্‌লে যেমন ধনি,
নীল আকাশে চন্দ্র হাসে,
হাসে তারা-মণি !
স্নেহের লতা, মাধবী লতা,
হাস্‌লি তেমতি তুই ;

ফুলে ফুলে, উঠ্‌লি দুলে,
লো আনন্দময়ি !—
গভীর রাতি, নাহিক বাতি,
দীপ্‌টি ল'য়ে করে,
সুহাসিনী, গৃহের রাণী,
পশেন্‌ যবে ঘরে,
ঘরটি হাসে কি উল্লাসে !—
তেম্‌নি ধনি ঠিক্‌,
জ্বল্‌লো তোর অমল দেহে,
জ্বল্‌ জ্বল্‌ মাণিক !—
মাধবী লতা, মাধবী লতা,
জীর্ণ শীর্ণ ছিলি ;
শুভক্ষণে, লো ললনে,
জীবনে বরিলি !

(৩)

হেরি স্বজনি, দুঃখ-রজনী
গেল পোহায়ে তোর,
কি তামাসা ! নাচ্চে আশা,
দেহ-দেউলে মোর !
মধুর, মধুর, বাজ্‌চে নূপুর,
হীরক জ্বলে ভালে ;

যাদুকরী, আশা-পরী,
নাচে তালে তালে !
ব'ল্‌ছে আশা, মধুর ভাষা,
জীবন-লতায় মোর—
"প্রাণ-স্বজনি, দুখ-রজনী
তোরো হবে ভোর !
"(যেমন) ভাঙ্গা বীণার কথা ফুটে,
নিপুণ গুণীর করে !
"(যেমন) নীরব শঙ্খ বেজে উঠে
উৎসবের ঘরে !
"(তোরো) প্রাণ-বাঁশরী উঠ্‌বে বাজি
পেয়ে বংশীধরে !"
(আহা) কি মধুবাণী ! জুড়ায় প্রাণী,
অবাক্ হয়ে রই !—
ঢাল্‌ ঢাল্‌ আবার অমিয়ার ধার,
আশা সুধাময়ি !

(৪)

(যদিও) "মলিন ছবি জীব-মাধবী !
দেহ-নিকুঞ্জে হায়,
"অনাথিনী, ভিখারিণী,
ধূলায় ধূসরকায়,

"কাঁপে থর থর, মরণের শর
লেগেছে যেন গায় !
"(আহা) ধূলায় চুমে, লুটায় ভূমে ;—
যদিও ঝঞ্ঝাবাত,
করিয়ে দীর্ণ, জীর্ণ শীর্ণ,
বহিছে সারা রাত,
"(তবু) এত সাধনা, এত কামনা,
বিফল নাহি হবে।
"(তুই) অমর হবি, জীব-মাধবি,
জাগ্‌বি কোকিল-রবে !—
" (যেমন) গুটি ভেদি, প্রজাপতি,
হিরণ-বরণ পাখা ;
"(যেমন) ভেদি তিমির, নিশীথিনীর,
ফুল্ল চন্দ্র রাকা ;
"(যেমন) অঙ্কে পতির, বিরহিণীর,
বহু রজনী পর—
হাসি লজ্জা ফুটে উঠে,
রঞ্জি' দু'অধর ;
"(যেমন) বহুভাগ্যে, বন্ধ্যা নারীর
অঙ্কে সুকুমার ;
"(যেমন) ভেদি পাথর, ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌
ঝরে গঙ্গাধার ;

"(তোরো) এ শীত-অন্তে নব বসন্তে,
ফুট্‌বে কুসুমদল !
"(আর) জাগ্‌বে আহা বিশ্বপ্রেমের
হর্ষ-কোলাহল !"—
(আহা !) কাণ জুড়াল, প্রাণ জুড়াল,
অবাক্‌ হ'য়ে রই !
ঢাল্‌লি আহা, সুধার ধারা !
আশা সুধাময়ি !

সদা-সোহাগীন্‌।

(ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই ক্ষুদ্র ফুলের গাছ দৃষ্ট হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা এক প্রকার অমর গাছ ;—ইহা বার মাস পুষ্পিত হয় ও ইহার শাখা কলম্‌ করিয়া রোপণ করিলেও মরে না। বোধ করি, এই জন্য, মধ্যপ্রদেশের লোকেরা ইহাকে "সদা-সোহাগীন্‌" বলে।)

(১)

ফাগুনে, গোলাপ যবে, পাঁপ্‌ড়ি মেলিয়া,
হইত তরুণা,
অনন্তযৌবনা উষা, করি তারে শিরোভূষা,
আরো যবে হইত অরুণা ;—

সেই লাবণ্যের ছবি, আঁকি আমি, বঙ্গকবি,
হইতাম মুগ্ধ ;—
গ্রাম্য বালিকার সম, সাদাসিধে, অনুপম,
তোর রূপ হেরি তবু, আজি আমি লুব্ধ!
কোন্ সে রসিক কবি দিল তোরে এ নাম রঙ্গিন্ ?
সদাসোহাগিনী ধনী, "সদা-সোহাগীন্" !

(২)

শ্রাবণে নিবিড় কেশ রঙ্গে এলাইয়া,
টিপ্ পরি ভালে,
কালো নীপ, বনস্থলী, প্রাণে মহাকুতূহলী,
শিখীরে নাচাত তালে তালে,—
নানা রঙ ফলাইয়া, তূলি তাহে ডুবাইয়া,
আঁকিতাম চিত্র :—

আজি কিন্তু তোরে পেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে,
আঁকিয়াছি চিত্রপট, একিরে বিচিত্র !
কোন্ সে রসিক কবি দিল তোরে এনাম নবীন ?
সদাসোহাগিনী ধনী, "সদা-সোহাগীন্" !

(৩)

তরল কনক-স্নাতা শুক্লা রাত্রি ! তারা-রত্ন
অলকে ঝলকে !

কুন্তলে শেফালী ঢালা, কণ্ঠে কমলার বালা,
নাচিত গো ঠমকে ঠমকে !
আনন্দে কাঁপিত বিশ্ব ; তুলিতাম সেই দৃশ্য
চিত্ত ফটোগ্রাফে !
তবু আজি সুমধুর জেগেছে সাহানা সুর,
প্রাণে মোর তোর সাথে মধুর আলাপে ;
কোন্ সে ভাবুক কবি দিল তোরে এনাম রঙ্গিন্,
সদা সোহাগিনী ধনী "সদা-সোহাগিন্" ?

(৪)

শাখা মাত্র ছিলি তুই ; 'কলম' করিয়া
রেখেছিনু তোরে,
সতত হইত ভয়, তবু তুই হরষিয়া
ফুটিয়া উঠিলি
যেন সঞ্জীবন মন্ত্রে, যেন যাদুকর তন্ত্রে,
গৃহাঙ্গন আলো ক'রে রূপসী সাজিলি !
কোন্ সে রসিক কবি দিল তোরে এনাম রঙ্গিন,
সদা-সোহাগিনী ধনী "সদা-সোহাগিন্" ?

(৫)

এই ছলে দিলি শিক্ষা :—'কলম' করিয়া
পরম যতনে,
মোরেও কৌশলী মালী, নটরাজ বনমালী
পালিছেন সংসার-অঙ্গনে !

সরসিয়া হরষিয়া, সারা বিশ্ব বিমোহিয়া,
আমিও ফুটিব ;
হরিনাম-যাদু-যন্ত্রে, হরিনাম-মহাতন্ত্রে,
পল্লবে মুকুলে ফুলে, রূপসী সাজিব !
তোরি মত বরাননি, হব চির-সোহাগিনী,
নবীন, রঙ্গিন্,
সদা সোহাগিনী ধনী "সদা-সোহাগিন্" !

গ্যাঁদাফুলের মৃত্যু।

(শিলাবৃষ্টিতে কতকগুলি পুষ্পতরু ভূমিসাৎ হওয়ায় এই কবিতা রচিত হয়।)

(১)

গরবিণী গ্যাঁদাফুল, ফুটে ছিলি গৃহাঙ্গনে,
ঘর আলো করি,
তোরে হেরি, নেত্র দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বাহিরিয়া
ঝঙ্কারিত ভ্রমর-ভ্রমরী !
কালো কালো দুটি পাখী, আমার এ দুটি আঁখি
ও নিকুঞ্জে ছিল বাসা করি ;

পুলকে বিহ্বলপ্রাণ, আনন্দে ধরিত তান,
তোরে হেরি কল্পনা-অপ্সরী!
চিরদিন মধু-চোর, মধু-পানে হ'ত ভোর,
আমার মানস-প্রজাপতি;
সৌন্দর্য্যে আপনহারা, সারা হিয়া হ'ত সারা,
চুম্বি তোর চাঁদ-মুখ, রঙ্গবতী কুসুম-যুবতি!

(২)

চাঁদের চাঁদনি তুই ছড়াইয়ে রেখেছিলি
উঠানে আমার!
রূপ-সুধা-পানে মত্ত আমার এ কবি-চিত্ত,
হেরিত লো স্বপন সোণার।
অপূর্ব্ব কুহকে মরি, তুই রে সোণার পরী,
রচেছিলি সোণার নগরী;
ফুলে ফুলে শাখে শাখে, পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে
উথলিত সোণার লহরী!
না হেরিয়া ঋতুরাজে, ক্ষোভে অভিমানে লাজে,
ছিল ধরা নিদ্রায় মগন;
সারা শীতে ঘুমে মগ্ন, হেরিত সে সুখ-স্বপ্ন,
ভুবনমোহিনী ধন্য গাঁদাফুল! তুই তার বসন্ত-স্বপন।

(৩)

এ হেন গৌরব-দীপ্তি দেখাইতে পারিল না
ক্যালিফর্ণিয়া;

না জানি চতুর বিধি গ'ড়েছিল এই নিধি
কোন্ কনকের কণা দিয়া !
ছিলি তুই প্রভাবতী ! অতুল্য লাবণ্যবতী,
ছড়াইয়া মহিমার ছটা !
হেমকূট-হেম-শৃঙ্গে, স্বর্ণলঙ্কা-সৌধ-অঙ্গে
ছিল না এ কাঞ্চনের ঘটা।
তোর ওই দেব-কান্তি ঘুচাইত মোহ-ভ্রান্তি,
ওরে মোর গৃহ-সৌদামিনি !
মোহিত ও বর রূপে, পীতাম্বর বুঝি চুপে
ঢেলেছিলা অঙ্গে তোর পীত আভা, অয়ি হেমাঙ্গিনি !

(৪)

অকস্মাৎ একি হোলো ? কড়্ কড়্ কড়্ শব্দে
করকা আঘাত !
আঁধারিয়া দশদিশি, সারাদিন সারানিশি,
ঝঞ্ঝাবাত ! একি বৃষ্টিপাত !
শতবজ্র হেরে যায়, ওই হের দেখা যায়
মরণের দয়াহীন হাত !
এল এল কাল-চোর, বুক খালি করি মোর,
গ্যাঁদাফুল হোলো ভূমিসাৎ !
অস্ত গেল শরদিন্দু, নয়নে নয়ন-বিন্দু
হইল রে কঠিন তুষার ;

থাকি থাকি, ডাকি ডাকি, মূরছি পড়িল পাখী ;
গাঁদার চিতায় বসি ভোমরার একি হাহাকার !

(৫)

গাঁদাফুল। গাঁদাফুল ! লুটায় ও স্বর্ণতনু
ধরণী-উপরে ;
অকাল মরণে তোর, বিদ্ধ আজি বক্ষ মোর,
অতি তীক্ষ্ণ বিষাদের শরে
রাজার নন্দিনী যিনি, আদরিণী, সোহাগিনী,
ছিলি তুই আপনার লোক ;
এ চির বিদায়ে তোর, কবি-চক্ষে ঝরে লোর ;—
স্বজন-বিয়োগে যথা শোক !
তাই করি আশীর্ব্বাদ, পূরাইয়া মন-সাধ,
মোরে দিলি আনন্দ যেমতি ;
স্বরগের পুষ্পপুরে, তোরো সাধ যেন পূরে ;
অলি-গুঞ্জরিত কুঞ্জে হোক্ তোর শুভগতি, সতি

(৬)

গাঁদাফুল ! তো বিহনে, সোণার সংসার আজি
হ'য়েছে আঁধার
হৃদয়-আকাশে মম, ছিলি তারা-রত্ন সম,
ঝাঁপ দিলি তিমির-মাঝার !
হেরি তোর চাঁদমুখ, উথলি উঠিত সুখ,
মিটিয়াও মিটিত না আশ!

কে জুড়াবে মর্ম্মব্যথা ? কার সাথে হবে কথা—
অপরূপ আভাষে সন্তাষ ?
হারাইয়া রত্নরাজি, উদাস উঠান আজি
হইয়াছে অবাক্ অস্থির !
ওই শ্যাম দূর্ব্বাদলে, মুক্তা সম ঝলমলে
নিশির শিশির-বিন্দু,—প্রকৃতির নয়নের নীর'

(৭)

চ'লে গেলি, চ'লে গেলি, চিরদিন রবি তবু,
স্মৃতির মন্দিরে !
চিত্রিয়াছি তোরে হায়, প্রীতির এ তূলিকায়,
রঙ ফলাইয়া অশ্রুনীরে !
হারাইয়া প্রিয় পতি, সুন্দরী যুবতী সতী
যখনি লুটাবে ভূমিতলে,
ভাসিয়া নয়ন-লোরে, তখনি স্মরিব তোরে,—
পূর্ণশশী রাহুর কবলে !
যখন বিপদ আসি, হাসিবে বিকট হাসি,
স্মরিব লো তোর বর তনু ;
ওরে মোর ইন্দুলেখা, অন্তরে দিবি লো দেখা,
আনিবে সুখের হাসি, দেখাইবে ইন্দ্রধনু !

(৮)

চ'লে গেলি, চ'লে গেলি, চর্ম্মচক্ষু হ'তে হ'লি
চির অদর্শন !

অন্তর-নয়ন মোর, তবু ও মূরতি তোর—
চিরদিন করিবে বরণ !
যখনি হেরিব আমি, ত্যজি ঘর, ত্যজি স্বামী,
কুলবালা ছাড়িয়াছে কুল,
শঠের কুহকে পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
তখনি স্মরিব তোরে ফুল !
কি কব করম-কথা ? কি কব মরম ব্যথা ?
তোর মত কবির এ দশা ;
অশ্রুজলে ভিজে গণ্ড, সেও হয় লণ্ডভণ্ড,
বৃষ্টিপাতে ঝঞ্ঝাবাতে বিক্লবা, বিবশা !

(৩)

ধরণী পূতনা সম, মোহিনী রমণী সাজি
জননীর বেশে !
স্তন্য করাইছে পান, মোরা হারাইয়া জ্ঞান
মরণে বরণ করি হেসে !
তাই আজি ফুলরাণি ! তোর ভাগ্য শ্রেষ্ঠ মানি—
শাপে তোর হইয়াছে বর !
চির-সুন্দরের দেশে গেলি চ'লে হেসে হেসে,
গেলি চলি লো চির সুন্দর !
চন্দ্রকান্ত মণি জিনি, জিনি স্থির সৌদামিনী,
পারিজাত নাগেশ্বর সনে

থাক্ এবে মহাসুখে, ফুল্ল মুখে, ফুল্ল বুকে,
হইলি অমর আজি, দেবেন্দ্রের নন্দন-কাননে !

চামেলী সুন্দরী

(একটি মৃতপ্রায় জাতিফুলের বৃক্ষ দেখিয়া লিখিত।)

(১)

মোহনীয়া শ্বেত-পরী, শোভনীয় সাজ পরি,
লোভনীয়া ললিত নিচোলে,—
শাখা-বাহু আন্দোলিয়া, সারা বিশ্ব বিমোহিয়া,
নাচিতিস্ আনন্দ-হিল্লোলে !
অয়ি প্রকৃতির কন্যা, ধরা হ'য়েছিল ধন্যা,
পেয়ে তোরে অদ্ভুত ফোয়ারা ;
হাসিলি ও হাসাইলি, নিশি নিশি বিলাইলি
দিশি দিশি সৌরভের ধারা !
কোথা সে ঐশ্বর্য্যরাশি ? ভাঙ্গা যেন বীণা—
এবে তুই, অভাগিনি, মলিনী শ্রীহীনা !

(২)

ছিলি তুই ভাগ্যবতী, অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী,
ভরপূর রতন-রাশিতে ;—
মুঞ্জরিত শত কলি, গুঞ্জরিত শত অলি,—
বন্দী যথা অমরাবতীতে,—
বিস্ময়-বিস্ফার আঁখি, তোর পানে চেয়ে থাকি,
রক্তাম্বরা—বিম্বাধরা ঊষা,—
ধরিত গো অপরূপ, ভুবন-ভুলান রূপ,
করি তোরে অলকের ভূষা !
ছিলি তুই, গরবিণী ! বিশ্ব-সোহাগিনী.
হা কপাল ! এবে তুই পথ-কাঙালিনী !

(৩)

মোরো দশা নহে ভিন্
ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে বীণ,
অফুরাণ' গান অবসান !
ভোর উৎসবের রাত্তি,
নিবেছে নিবেছে বাতি,
নাট্যশালা হ'য়েছে শ্মশান !
ঝরি গেছে ফুলরাশি,—
একটিও নাহি বাসি,
গলে দোলে সুধু ছিন্ন ডোর !

মুকুল কুসুম-হার,
ছিল যাহা স্তূপাকার,
হরিয়া লয়েছে কা'ল-চোর!
দেখ্‌ দেখ্‌, তোরি মত মোর দশা, হায় লো চামেলী!
অট্টহাস, গণ্ডগোল,—
একি চীৎকারের রোল!
রাধিকার রাসমঞ্চে ডাকিনীর একি নৃত্যকেলি!

কোকিল।

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু!—
একি ডাক ডাকিলি কোকিল!
প্রকৃতির যাদুঘরে, মাধুর্য্য-ফোয়ারা ঝরে;
খুলে দিলি রহস্যের খিল!
কি সরবৎ পিয়াইলি! দেলখোস্‌ ক'রে দিলি!
তোলপাড় ক'রে দিলি দিল্‌!
এ শ্যাম্পেনে মাতোয়ারা জগৎ নিখিল!

(২)

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু;—
রে কোকিল, একি তোর গান!
আকাশে ধরাতে মিশি' আকুলিয়া দশ দিশি,
এ যেন রে বহিছে তুফান!

ওই গোয়ালিনী নারী, যেতেছিল সারি সারি ;
উহারাও দাঁড়াল থমকে !
শিহরি শিহরি ধরা পুলকে চমকে !

(৩)

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু ;—
বসন্তের নিদ্রা আজি ভঙ্গ !
এ তোর মোহন ডাকে, রসালের শাখে শাখে,
লীলায়িত অমৃত তরঙ্গ !
অধরে নাহিরে হাস, হইয়াছে সর্ব্বনাশ,
ওই নারী পতি-পুত্র-হারা ;
ওরো নেত্রে একি হাসি, হেরি এ ফোয়ারা !

(৪)

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু ;—
কুঞ্জ আজি আকুল অলিতে !
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তোর একি অরুণিমা ঘোর,
গোলাপের কলিতে কলিতে !
অকস্মাৎ পেয়ে সাড়া, স্থলপদ্ম হেসে সারা ;
সরসীতে ঝলকে প্রবাল !
অশোকে অশোকে একি আবীরের লাল !

(৫)

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু !—
পূর্ব্বজন্মে ছিলি কি বিরহী ?

হিমাদ্রি-তুষার পারা, জমাট ভারের ধারা
তরঙ্গ-সঙ্গীতে যায় বহি !
কি আবেগ জাগে প্রাণে ! অনন্ত ক্ষীরাব্ধি পানে
তর তর কল কল ভাষে ;
রঙ্গে ভঙ্গে সুধা-নদী ছুটেছে উল্লাসে !

(৬)

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু !—
এ কি তত্ত্ব বুঝালি কোকিল ?
জড় নাই ! জড় নাই ! চৈতন্য সকল ঠাঁই,
ব্যাপিয়া এ আকাশ অনিল !
হে বিহঙ্গ মহাজ্ঞানী ! আমি তোরে গুরু মানি ;
এ আভাসে দিলি বুঝাইয়া
গুপ্ত রসায়ন-বিদ্যা অনির্ব্বচনীয়া !
কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু কুহু !—
আজি আমি বুঝিয়াছি ঠিক,
কার এই ছন্দোবন্ধ ? কার এ প্রাণের স্পন্দ ?
কেবা এই বিচিত্র রসিক ?
এ ছন্দের নাহি আদি, ওস্তাদের কি ওস্তাদি !
ওঙ্কারের সংখ্যাহীন তারে,
ঐক্যতানে বাজে বাদ্য ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে !

আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা।

"বড়ই অসার তুইরে সংসার! তোর নর-নারী
পয়োমুখ বিষকুম্ভ সকলেই,—মহাদুরাচার!"
মহাক্ষোভে, মহারোষে, এই কথা কহিনু ঝঙ্কারি।
কথা শুনি ব্যঙ্গভরে মোর গুপ্ত প্রাণের মাঝার,
যেন কোন্ বিদূষক, রঙ্গ-হাস্যে করিয়া চীৎকার,
কহিয়া উঠিল,—"দেব! জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব-মনোহারী
নিজেই উড়াবে ধূলা, হেরিতেছ সব অন্ধকার;
নেত্ররোগে হারায়েছ বর্ণজ্ঞান,—যাই বলিহারি!
এক ছাড়া এ জগতে দুই নাই; মানস-দর্পণে
নিরখিছ নিজ মূর্ত্তি সারা বিশ্বে দিবস রজনী
ধৌত কর গঙ্গাজলে মুকুলের ধূলি আবরণে;
ধৌত কর গঙ্গাজলে ও আনন! দেখিবে অমনি
নর-নারী কি সুন্দর! মোহান্ধ, চিন না আমায়!
'বিবেক' আমার নাম, বহি চুপে ফল্গুনদী প্রায়!"

অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

হে কৃষ্ণ, হে জনার্দ্দন, প্রাণসখা, হৃদয়-বিহারী!
তব পদ-অরবিন্দ বন্দি আমি, রাত্রি আর দিবা,
জ্বল্ জ্বল্ জ্ব'লে উঠে তাই মোর কাঙাল প্রতিভা,

জ্যোতির্ম্ময় ! তোমার জ্যোতির স্পর্শে, চৌদিকে প্রসারি
অপূর্ব্ব লাবণ্য-শিখা !—সূর্য্যকান্ত, রবিকরহারী,
হানে যথা, উগারিয়া দীপ-শিখা, অপরূপ বিভা ।
কুরূপা শ্যামাঙ্গী আহা, মরি মরি, গৌরাঙ্গিণীনিভা
হয় যথা, হাসে যবে সুহাসিনী পতিরে নেহারি !
আমারে কটাক্ষ করি, কহে কোনো রসিক ধীমান্,
রঙ্গভরে, ব্যঙ্গস্বরে, সস্তা দরে পাইতে "বাহবা" ;—
"তোমার প্রতিভা এবে, কৃষ্ণপ্রাপ্ত ! হে কবিপ্রধান !"
সে কৌতুকে মহাহর্ষে—হেসে উঠে হৃদিহীন সভা !
উহারা হাসুক উচ্চ,—চন্দ্রোদয়ে শ্যামাঙ্গী নিশার
বাড়ে রূপ, কৃষ্ণপ্রাপ্ত হোক্ নিত্য প্রতিভা আমার !

মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের প্রতি।

জীবন কাটিয়া গেল ; দেখা যায় মরণের তীর ;
ওই হায়, উপকূলে শোনা যায় জলধিগর্জ্জন ।
আমার সম্বল মাত্র ভাঙা-বুক, নয়নের নীর !
এই পারাণির কড়ি, দয়া করি, নাবিক সুজন,
লও, লও ! লোকে বলে, বিশ্বমাঝে তুমি অতুলন,
দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময় কাণ্ডারী সুধীর !

হে যিশু! কাঁদিছে প্রাণ, দলে দলে গভীর তিমির
ঘনাইল! এল বুঝি কালরাত্রি! ফুরায় জীবন!
হে নির্লোভ! হে নিষ্পাপ! তুমি চাও খাঁটি অশ্রুবারি
পরিতপ্ত হৃদয়ের, নাহি চাও ধরার কাঞ্চন;
তাই হোক্: শুভক্ষণে, বেলাভূমে, দোহাই তোমারি,
চরণ-রাজীবে আজি অশ্রুজল করিনু অর্পণ!
বাহ তরী, বাহ তরী; উজলিয়া নদীর মোহানা,
ফুটিছে চাঁদের আলো! পারে চল, গাহিয়ে সাহানা!

মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি।

কভু আমি হে যোগেন্দ্র! দূরে হেরি আলেয়ার বাতি,
ছুটিয়াছি জ্ঞানারণ্যে, শতবার হারাইয়া পথ;—
হায়রে অবোধ আমি! শতবার ভগ্নমনোরথ,
ভাবিয়াছি—ওই বুঝি, ওই বুঝি জ্ঞানারুণ-ভাতি!
কভু আমি, ভক্তি-রাজপথ ছাড়ি, হঠগর্ব্বে মাতি,
বিপথে, ঘর্ঘর শব্দে, চালায়েছি সাধনার রথ;
অকস্মাৎ ভাঙি গেল রথচক্র! হায়রে বিপদ!
যোগ কোথা? বিয়োগের ঘোর বনে পোহাইনু রাতি!

তার পরে, হে বৈষ্ণব! তোমার ও সাধন-কাননে
একদিন পশিলাম, মম চির-সৌভাগ্যের ফলে;
কি আনন্দ! ভক্তি-কন্দ মুখে দিলে, বৈরাগ্য-বাকলে
সাজালে এ তনু মম, বসাইয়া প্রেমের আসনে!
আহা সে দেউল, মঠ, ইষ্টদেব খ্রীষ্টের মূরতি;
কি সুন্দর! শঙ্খ ঘণ্টা বাজে! হয় অপূর্ব্ব আরতি।

কনক।

("কনক" নামধারী কোনও বালককে দেখিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।)

মরি মরি কি সুন্দর! বালক! সুন্দর নাম তোর
যেমতি, তেমতি অঙ্গ, আহা যেন কনকেতে গড়া;—
বিদ্যুতের পুত্র তুই! নাই নাই সুষমার ওর:
কন্দর্প, বালক-বেশে স্নেহে যেন পড়িয়াছে ধরা!
বালক স্কন্দের যেন এক খানি ফটো মনোহরা!
সোণার বালার্ক-রাগ ছড়াইয়া, যামিনীর ঘোর
সরাইয়া এসেছিস্? আয় ওরে, আয় চিত্ত-চোর,
পরাণ জুড়ায়ে গেল, হেরি তোর হাসি সুধা-ঝরা।

হেরি তোরে, মনে পড়ে, প্রাণ-মন-বিনোদন ধনে,
সোণার গৌরাঙ্গ-দেব, প্রীতিপূর্ণ নদীয়া-দুলালে!
প'ড়েছিল বিশ্বছায়া আহা যার হৃদয়-দর্পণে;
আচণ্ডালে মুঠি মুঠি প্রেমরত্ন যে জন বিলালে!
তোরে হেরি, খুলে গেল অকস্মাৎ মন্দিরের দ্বার;—
আঁখি মুদি, একি হেরি? হাসিতেছে গৌরাঙ্গ আমার?

বিপদের প্রতি।

(১)

হে বিপদ! ভয়ঙ্করা! ভ্রুকুটী-কুটিল!
হাসি ঘোর বিদ্রূপের হাসি,
এস এস উন্মাদিনি! হাসি খিল্ খিল
উচ্চ শব্দে, এস সর্ব্বনাশী!
আলুইয়া কেশজাল, আলিঙ্গি উল্লাসে,
বাঁধ মোরে লো স্বৈরিণি! কেশ-নাগপাশে

(২)

হে আপদ! হে বালাই! করুণ-ক্রন্দনা!
সারা পাড়া তোলপাড় করি,

আসন্নপ্রসবা যেন গর্ব্বিণী-যন্ত্রণা,
এস এস ভয়াল সুন্দরি !
প্রসবান্তে, লো ডাকিনি, আমিও হাসিয়া,
সম্পদ সুপুত্রে লব, উৎসঙ্গে চুমিয়া !

(৩)

এস, এস, হে বিপদ, ধরি উর্দ্ধ ফণা,
ফোঁশ্ ফোঁশ্ ফণীর মতন !
আমি জানি সর্প-মন্ত্র—হরি-আরাধনা,
ভাঙ্গি দিব বিষাক্ত দশন !
শিরে তোর, লো নাগিনি, করে চিক্ চিক্
ইন্দু-শুভ্র-পবিত্রতা, অপূর্ব্ব মাণিক্য !

অপূর্ব্ব মেঘদূত কাব্য।

(মহাকবি কালিদাস-বিরচিত মেঘদূত-কাব্যের যক্ষ যেমন মেঘকে দূত করিয়া অলকাপুরীতে পাঠাইয়াছিল, এই কাব্যের নায়িকা রাধিকা-দেবীও মেঘকে দূত করিয়া দ্বারকাপুরীতে দ্বারকানাথের সমীপে পাঠাইয়াছিলেন। এ কাব্যখানি আদ্যোপান্ত সংস্কৃত মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে রচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-মেঘের কিয়দংশ এ স্থলে প্রকাশিত হইল।)

(১)

রৌদ্রে ক্লান্তা বিকল-কুমুদা কম্পিতা দেহ-শাখে,
বাণে বিদ্ধা বিভল হরিণী—আকুলা, ম্লাননেত্রা !
নৃত্যোন্মত্তা মুখর যমুনা শিঞ্জিতা ভূমিকুঞ্জে,
ক্ষোভে যাপে দিবস-রজনী রাধিকা কৃষ্ণহারা।

(২)

শূন্যজ্ঞানা, কদম কভুবা ধারিছে চারু কর্ণে,
আস্যে হাস্য হরির ধরণে সাজিছে পক্ষিপুচ্ছে ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কুসুম কভুবা আনিয়া চন্দ্রহাসা,
ফুল্লা হারে মধুরমধুরা রাজিছে গাঁথি কাঞ্চী।

(৩)

ভারে ভারে রতনমুকুতা ধারিছে স্বর্ণবর্ণা,
উষ্ণশ্বাসে কখন ভসমে সাজিছে যোগিপত্নী ;
সে ঝঙ্কারে কভু সু-উরসে রাখিয়া মিষ্ট বীণা,
সে ফূৎকারে কভু সু-অধরে চুম্বিয়া ইষ্ট বংশী।

(৪)

কুঞ্জে কুঞ্জে চপলচরণা হেরিয়া কৃষ্ণচূড়া,
"চূড়াচোরা" ধমকি বলিয়া তাড়িছে সে ধরারে ;
চিত্তোদ্‌ভ্রান্তা দখিণ চরণে বাঁধিয়া কণ্ঠমালা,
মোহে মুগ্ধা কনক-রশনা চাপিছে চারু কণ্ঠে।

(৫)

প্রেমোন্মত্তা বিপিন-হরিণে ধারিয়া যুগ্মহস্তে,
আশাপূর্ণা মধুর বিনয়ে ভেজিছে কৃষ্ণপার্শ্বে ;
নেত্রে লজ্জা হরিণ নিরখে কৌতুকে মোহমৌনী,
মর্ম্মস্পর্শী শ্রবণ-পরশী রাধিকা-নেত্রতারা।

(৬)

স্পর্শে হর্ষে কখন মলয়ে সাদরে মানি দৌত্যে,
সে দূতাঙ্গে অগুরু রুচিরে লেপিছে হাসি উচ্চে ;
পত্রে পত্রে পবন স্বনিছে বঞ্চিতা সেই শব্দে,
ভ্রান্তা ভাবে পবন চলিছে দ্বারকা-কৃষ্ণধামে।

(৭)

লীলালোলা বিজন বিপিনে আটকে সে ময়ূরে,
হর্ষে হাসে মধুর বচনে ভাষি "যা রে শিখণ্ডী !
তালে তালে বিরচি বরহে মোহিনী নৃত্যলীলা,
অর্পো কৃষ্ণে জয় জয় শবদে কণ্ঠসংলগ্ন পত্রী।"

(৮)

পুষ্পে পুষ্পে মধুপ-নিকরে পেখিয়া সে বরাঙ্গী,
সে সম্ভাষে ললিত বচনে ষট্‌পদে দূত মানি ;
ঝাঁকে ঝাঁকে সুমুখ কমলে কাঁপিছে ভৃঙ্গ-মালা,
ত্রস্তা রাধা উছল বসনে বারবারে নিবারে।

(৯)

সিন্দূরাভা খমণি ঝলকে ভাতিয়া ভাল-অভ্রে,
কণ্ঠে কর্ণে পদ ভুজ বদনে ধাঁধিয়া পুষ্পবর্ণে ;
মুগ্ধা রাধা কুসুম-মুকুটে সাজিয়া কৃষ্ণরাণী,
ধ্যানে মগ্না চমকি নিরখে দ্বারকা-চিত্তচোরা ।

(১০)

লালে পীতে সবুজ কুসুমে ভূষিয়া অঙ্গবল্লী,
ক্ষিপ্তা রাধা কখন গগনে গঞ্জিছে ইন্দ্রচাপে ;
হীহী হাস্যে বিকট দশনে সাজি কালী করালা,
লোলা জিহ্বা ঝলকি কভু বা নাচিছে মুক্তকেশী ।

(১১)

পূর্ব্বে দ্রষ্টা-নয়ন-কুমুদে মোদিয়া শুভ্র সৌখ্যে,
নিত্যানন্দে পুলকি ধরণী ঢালিয়া জ্যোতি-বন্যা :
নিন্দি স্বর্ণে অতুল ছিল যে রাধিকা-বক্ত্র-চন্দ্র,
রাহুগ্রাসে মলিন অধুনা রোদিছে সে সুধাংশু ।

(১২)

নীপে নীপে বিজলি চমকে ধাঁধিয়া কেশ-মেঘে,
নিম্নে দোলে সু-গল-রুচিরে যূথিমালা-বলাকা ;
বৃন্দারণ্যে উরিল বরষা ভাবি নাচে কলাপী,
আহা রাধা সজল নয়নে যেন বর্ষা শরীরী !

(১৩)

হর্ষোৎফুল্লা হসিত-বদনা গৌরবে শুভ্র গৌরী,
সদ্যঃস্নাতা তরল কনকে শারদী রাত্রিতুল্যা ;
রম্যা রাধা দিবস-দিবসে শোকখিন্না হতাশা,
শীতক্লিষ্টা শতদলনিভা ত্যাগিলা পূর্ব্বশোভা।

(অসম্পূর্ণ)

গাঁ্যাদাফুল।

(১)

কাঞ্চন-বরণী ধনী গাঁ্যাদা ফুল, রূপসী ভামিনী,
আনন্দ-রূপিণী,
গৃহাঙ্গন আলো করি, আহা কিবা শোভা ধরি,
হাসিস্ লো কি দিবা যামিনী !
জুড়াইলি দু নয়ান, জুড়াইয়া দিলি প্রাণ,
রূপে তোর কুসুম-কামিনী !
গাঁ্যাদা নামে ডাকি তোরে, সাধ মোর নাহি পোরে,
সাধ যায় বলি তোরে "কনক," "বিজলি,"
ওরে মোর গৃহ-পরী সোণার পুতলি !

(২)

আমার এ কবি-হিয়া, ধরে ফুল, অপূর্ব্ব নয়ন ;
সে নয়ন দিয়া
হেরিয়াছি, অন্তরালে, ঢাকি তনু মায়াজালে,
মা আমার আছেন বসিয়া !
মা আমার বিশ্বধাত্রী, অতুল আনন্দ-দাত্রী,
চারি ধারে হাসিয়া, হাসিয়া,
শুভ্র জ্যোতি পরকাশি, ছড়ান আনন্দ রাশি,
যেন নিশি পৌর্ণ মাসী ! ওরে কাঁচা সোণা !
তুই বুঝি পেয়েছিস্ সে আনন্দ-কণা ?

(৩)

নাহি সোণা, নাহি রূপা, তাহে কিবা ক্ষতি ? শোন্ ফুল
লাবণ্য-আধার !
দারিদ্র্য হয়েছে দূর, গৃহ আজি ভরপূর,
তুই মোর সোণার ভাণ্ডার !—
আয় নিরুপমা কন্যা, তোর ও শোভার বন্যা,
আনিয়াছে ঊষার জোয়ার
আঁধার ভবনে মোর ! ওরে মোর চিত্তচোর,
চারি ধারে, চারি ধারে, উঠিছে উথলি
কি আনন্দ, প্রাণে মোর বাজিছে মুরলী !

(৪)

যে ভবনে নাহি শিশু, যে ভবনে নাচেনা বালক,
সে তো মরুভূমি !
বন্ধ্যা নারী নাহি জানে কি আনন্দ জাগে প্রাণে,
অরুণ তরুণ মুখ চুমি !
পুষ্প-মুখ-দরশনে, কাহার মরুভূ-মনে,
হর্ষ-উৎস নাহি উথলায় ?
এ নহে আমার ভুল, পড়িয়াছে কালি-ঝুল
মানস দর্পণে তার !—শোভা-সুষমায়,
অরে ফুল, শিশু তুল্য তুই এ ধরায় !

(৫)

রে সুবর্ণ, তোর সম নাহিরে সুবর্ণ! নাই, নাই
কুবের-ভাণ্ডারে।
মানস-সরসী-মাঝে, সোণার কমল রাজে,
তাও তোর সুষমায় হারে !
অতিথির অপমানে, যেমতি দেবের প্রাণে
ব্যথা বাজে, তেমতি রে ফুল,
হেরি তোরে যদি কেহ না করে আদর স্নেহ,
ব্যথা বাজে কবি-প্রাণে !—রে ফুল অতুল,
তোর দরশনে আমি আনন্দ-আকুল !

(৬)

যে ভবনে নাহি হয় শঙ্খধ্বনি, দেবের উদ্দেশে,
সে গৃহ শ্মশান!
রচি উপচার নানা, যথা হয় দেবার্চ্চনা,
সেই গৃহ ইন্দিরার স্থান!
থাক্ শত দাস-দাসা, অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি,
সু-ঝালর ঝুলুক বিতানে ;
গৃহ করি ভরপূর উঠুক হাসির সুর,—
কিবা তায়,—ফুল যদি না ফুটে উঠানে ?
চশমার কান্তি যেন অন্ধের নয়ানে।

(৭)

রাশি রাশি গ্যাঁদাফুল! ফুটেছিস্ গৃহাঙ্গনে ; আহা
চাঁদের এ হাট
নিরখিয়া, নিরখিয়া, হিয়া উঠে উছলিয়া,
খুলে যায় প্রাণের কপাট!
আজি এ দারুণ শীতে, ফুটেছিস্ চারি ভিতে,
বুক ভরা, কোল ভরা ফুল।
কি উজ্জ্বল, কি অদ্ভুত! তোরা যেন দেবদূত!
কি উৎসব! কি উৎসব! মনে হয় ভূল
আবার এ সেই বুঝি বসন্ত অতুল!

(৮)

যৌবন-বসন্ত মোর চলি গেছে চিরতরে !—ফুল,
হয়েছি প্রবীণ ;
দিন দিন হীনবেশ, পলিত গলিত কেশ,
দিন দিন আঁখি জ্যোতিহীন !
চাহি তবু তোর পানে, বিস্ফারিত দুনয়নে,
একি হেরি দৃশ্য চমৎকার !—
কুহরি উঠিছে পিক, শিহরি উঠিছে দিক,
যৌবন-বসন্ত মোর ফিরেছে আবার !
মাধবী-মণ্ডপে, হের, কি অলি-ঝঙ্কার !

The Garland of Sephalies.

by

D. N. SEN.

SREE GOURANGA—

THE IDEAL DEVOTEE.

I.

Thou Foster-child of Faith! on vernal flower
Of Hari's holy names, O merry bee!
Thou swan, that swimmest e'er in holy glee,
In rills of hymns and psalms, through shady bower
Of Adoration! Swan, majestic, free!
My limbs are weak and frail, O give them power
To bear me to His lotus-feet, like thee!
Come, Light of lights! in life's lone, darksome hour,
The sea of Sansar foams! its briny spray
How bitter!—Boldly rolleth by its side,
The Ganges of Devotion, sweet and wide,
That thou didst bring from heaven, one blessed day,
Down from God's Holy Feet!—I stand on brink
So thirsty, Lord! O give a drop of drink!

II.

Unskill'd in ministrelsy, poor bard am I!
I strike the chords, but trembling, my old harp
Reluctant, yields some tunes, rude, wild and sharp,—
And then slips from my lean hand, with a sigh!
O ply thy golden lute! thy lore doth vie
With that of angel-choir; and who can carp
At thy warm songs? Green Spring puts on its garb
Of rich scarf, usher'd by thy April-cry!
O Psalmist! sing, and let Ecstasy's fountain
Leap forth, exulting down from snowy crag,
And heart-flowers bloom like daisies of the mountain
And float triumphantly the white, white flag
Of Faith!—Fann'd by the azure, halcyon-wing
Of Peace, let mad Love dance in wild, wild ring.

III.

'Tis not a dream of poet, lull'd to sleep
By Fairy Fancy's drowsy poppy-fan;
Nor mad man's phantasy!—lo! as I peep
Through Time's dim-lighted vista, well I scan
Thy face, O King of saints, O God in man!
Thy reign of love is nigh; with joy I weep
To see men, women, children boldly creep
Out of cold dens! I see thee in the van!

O sage ! thou bearest "Gita" in thy hand ;
Pennons of Peace and Love float in the air ;
Link'd heart to heart, Oh what a golden band !
Earth seems assembled in one grand May-Fair !
Behold ! in Eastern sky, beneath, above,
What rosy dawn !—yond glows the Sun of Love !

THE DAISY.

The rich Verbena in its crimson on dress
Shines bright ; you damask rose on its green bough,
Like fair Sultana smiles in loveliness !
But O sweet Daisy, on thy grass-blade, thou
Art still a wonder of all wonders ! How
Thou gazest on the Sun ! the Sun's caress
Unfolds thy petals soft. May angels bless
Thy pure undaunted Soul, and crown thy vow !
E'en thus, a warm and tropic heart I crave,
To gaze at Thee undazzled, O Thou Sun
Of Suns ! Let all my Soul expand ! O lave
Me with thy pure white rays, Effulgent One !
Then I shall bloom, and bask for e'er I trust,
In Thee—ev'n I, a daisy of the dust

THE VIOLET.

O Violet ! lovely floweret ! on thy blue,
Blue, azure hue, my eye doth rest and dwell,
And bee-like sucks sweet honey for the cell
Of mem'ry's hive. The Painter fair that drew
Thee, is unseen ; but O best witness, tell,
Is He not Good and Beautiful and True ?
Far lovelier than flowers or rain-bow-hue ?
O sylvan seer ! speak, for thou knowest well.
Spell-bound I stand, and all my soul expands,
And glories in a halo me sorround !
I see, through bounds of time and space, the hands
Of joyons angels bright ! Him they have crowned !
Lo ! violets adorn His coronet,
Like blue clouds hanging on a rich sunset !

THE DIVINE MOTHER

AND

The Harp of the Heart.

[Sri Annapurnammal, Sri Sundravally, Sri Ananda-vally, Sri Kankavally, Sri Markatavally, Sri Mangala-

vally, Sri Kripavally Sampurnam, are the seven worthy daughters of the celebrated M. Abraham Pandither Esqr. Tanjore. They delighted me by singing several hymns and psalms ; and when they sang in chorus, it seemed to me they were seven chords of one sweet Vina or guitar.]

O Mother, Mother ! Ah, this harp of heart
Lay tuneless, songless, uselees, lifeless, dumb,
E'en like a bird in Winter ! Not a hum
Of joy it knew ! Each chord forgot its part.
The "Sundar" chord of Beauty) like a dart,
It look'd !—"Ananda" (chord of joy) was numb ;
"Mangala" (Happy chord), like one in slum,
And "Kripa" (Pity-chord) knew not its art,
Yea, "Annapurna" (The Abundant chord).
Kanak" (Gold chord), Markat (Em'rald) mute ;
Till Thou, with love and joy and sweet concord,
Didst strike the voiceless strings of my Heart's lute !
Ah now glad songs of praise it wafts above,
And sweetly sings of Univesaal Love !

THE IDEAL HOST.

O Thou Ideal Host ! A stranger I,
Had come ! and ah, full-weary, I did roam
Through many foreign lands, and now a home
(O Joy of joys !) I've found, a Mansion High
In Thy sweet Heart; and, sweetly, I do lie
On Bed of Peace ! How bright yon silver dome !
In golden cups, brimful with bubbling foam,
Joy-lull'd, oh I have drunk Love-draughts, whereby
All thirst is quenched for ever, evermore !
Am fill'd and all my hunger keen is gone,
For Bliss-ambrosia was my dish ! Lo ! yon
My Host smiles sweetly, ah ! sweet to the core !
Behold ! in white array, with lutes in hand,
They lull me unto sleep, His angel-band !

THE RIVER OF LIFE.

I am the Stream of Life, born in a place
Deep-hid on mountain-top of Paradise !
My fountain-cradle was God's feet ! His face
Shone o'er me like the Sun ! and from the skies

Sweet Rain-showers of His Mercy—Nurses wise –
Gave me a bubbling life ; I grew apace !
And now a maiden I ! in bridal guise,
Am gliding to the Sea !--Oh joyous race !
My long long journey is now well nigh o'er,
These shells and oysters glisten on the sand ;—
O Sea ! my long-sought Bridegroom ! what a roar
Of welcome thou dost give me ! On this strand
Of Death, Hark ! sea-nymphs ring the marriage-bell !—
The Moon smiles, tides rush on,—O Earth ! farewell !

IN AN AGONY OF DESPAIR,

I yearn ! I hunger, Lord ! I thirst for Thee ! –
A dupe of hope, I muse "Lo ! this white light
Of Faith, that I have lighted, day and night,
Will burn, with all its diamond-radiancy,
On Love's pure Altar High !"—but when, ah me !
A gust of wind, malignant in its might,
All-sudden comes, the glowing taper bright
Flickers, I start ! I shriek !—"what can it be ?"
They say, "Thou art All-Mercy—Lord of Love"—
False, false thy titles vain, for have not I,

Like sun-burnt earth, beneath a summer-sky,
Panted all day? From Thee, Oh, from above,
Shall not a drop descend? Without, within,
Is it all Waste? O Guide! where is Thy inn?

THE OMNIPOTENT MOTHER.

All-Potent Mother! Thou who in Thy hand
Holdest the universe, like lotus-flower,
Held by some fair one in her Beauty's Bower,
Or like a ball in sport!—We think; how grand
Our human Babels are, but like the sand
On strand, all, all is swept away!—all tower
And castle, by the boundless tidal power
Of Thy vast sea of Time, that girds the land!
O Power August! Majestic Presence Grand!
I feel how weak I am—an ant—a meal
Of worms—a cipher mean—as thus I stand
Before Thee in Thy temple, and I kneel!
Anon I feel, thou Mother art!—That sense
Of Sonship, fills me with omnipotence.

THE IDEAL PILGRIM.

O Pilgrim bold ! whose Staff is Faith, whose bowl
Is Peace ! O thou, that reckless of all fears,
Of all the frowns of Earth, of scorns, of jeers,
Goeth boldly ! What white light from thy Soul
Shoots through thy smiling glitt'ring eyes ! No stole,
No scarf of monks, nec I'st thou !—The Seer of seers
Has dress'd thee in love-robe,—robe, without peers !
Adieu ! Adieu ! Oh thou hast found thy Goal !
Go !—Go thou boldly ! Preach His Holy Name
'Midst crowds, 'midst marts, 'midst busy haunts of men !
That name shall be thy torch ! Its radiant flame
Shall, pure one ! brighten all thy path !—Amen !—
Thou carest not for fame nor name in Story ;
The star needeth no torch : itself a glory !

THE IDEAL POET.

O thou Ideal Poet ! what wild flowers
Sweet-smell'd and dew-dipp'd, o'er which murm'rous bees
Sit joy-lull'd, dost thou cull, Oh, from the bowers
Of Inspiration High ! Oh, like a breeze

Of vernal morning, kissed by champak-trees,
Thy music steals our senses ! Like sweet showers
On sun-burnt Earth, it falls ! Its powers
Are like some founts, whose flow doth never cease !
O Skylark bold ! with wings out-spread in glee,
Thou pourest songs of peace and joy and love :
Joy-hush'd, the angels listen from above,
O Bard ! to thy divinest melody !
On boughs of verse, thy thoughts hang ever-more,
Like luscious fruits of vine, ripe to the core !

THE INFANT KRISHNA.

O Thou Ideal Infant, full of smiles !
They gave Thee curd and butter superfine,
They gave Thee cakes and luscious fruits of vine,
To lull Thy cry, but all their arts and wiles
Prov'd boot-less—fruitless all caresses, guiles ;
For Thou didst cry : "O where is mother mine" ?
And Thou didst wring Thy hands and fret and pine !
The Sun had sunk :—like lovely, crimson isles,
The evening-clouds were floating in the sky ;

The fond, fond Mother hastened to Thy side,
And kissed Thy face, with all a mother's pride ;
And Thou wert sooth'd !—Oh teach us thus to cry,
O Krishna,—thus to spurn all earthly toys,
And draw the Mother nigh !—Oh joy of joys !

THE LORD OF THE MOUNTAIN.

Oh steep and zigzag, rugged, rocky, wild,
Is this dark mountain-path, and, Oh, they say:—
By cruel, heartless robbers, being beguiled,
Unwary, weary travellers, fall a prey !
The hooded cobra hisses ! Pards way lay
Them, hid in ambuscade ! Of twilight mild,
No ray doth glimmer ! Mists on mists hang piled !
In dire dismay, I stand ;—Where is the way ?
Ev'n Hope Star fails to shed a shimm'ring light ;
The mirage mocks my human pride and skill !
O Mountain-Lord ! Is this Illusion's Hill ?
I stray, I faint !—Ah me, fast comes the night !
Oh Guide, Oh come, and to Thy Temple High,
Lead me ! Oh Father, list to my wild cry.

DEVOTION.

Ah, who art thou, fair maid, in holy fane,
Joy-lull'd in quiet nook ? Smiles gild thy face,
Like Winter's moon-beams pale ! Without a stain
Thy light, light snow-white limbs ! Thy looks, thy grace,
Are not of earth ! What perfume from the base
Of thy heart's censer gushes like some strain
Of hymn ! Thou singest, and poor mortal race
Forgets its griefs ! O Psalmist, sing again !
Sybil and priestess of the church of God !
Thou countest beads of His names,—Ros'ry rare—!
Without thy pass, no man has ever trod
The sapphire-floor of Peace Hall, Saintess fair !
Thou Foster-mother of all holy men !
How sweet thy smile ! Thy raptures who can ken ?

THE END.

অপূর্ব্ব কবিতাবলী

আমার প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি,— যাহা ভিক্টোরিয়া প্রেসে ও অন্য কতকগুলি প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য করিয়া কতকগুলি কপি আর্ট কাগজে ছাপান হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট রেশমি মলাটে বাঁধান হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকেই কবির একখানি ফটো দেওয়া হইয়েছে।

অশোকগুচ্ছ। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহাতে কতকগুলি নূতন কবিতা, ও পরিশিষ্টে আমার রচিত কতকগুলি ইংরাজি কবিতাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য দুই টাকা দেড় টাকা ও এক টাকা। ইহা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

গোলাপগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। । ইহা সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে দুই টাকা, দেড় টাকা ও এক টাকা।

পারিজাতগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা স্বনামধন্য সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুকবি চিত্তরঞ্জন দাসকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে দুই টাকা, দেড় টাকা ও এক টাকা।

শেফালীগুচ্ছ। (প্রথম সংস্করণ)। ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় নাটককার ও মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে ১৷৷০, ১৷৵ ও ৸০

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য। ইহা প্রথিতনামা ঋষিকল্প অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে ১।৹, ১৲ ও

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল। ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় গল্পলেখক কবি, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য ঐরূপ তারতম্য-অনুসারে।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা। ইহা পুণ্যশ্লোক যোগীকল্প অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা। ইহা রসময় কবিবর রসময় লাহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য ৸৹, ‖৹ ও।৶৹

হরিমঙ্গল। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহা মহাকবি অক্ষয়কুমার বড়ালকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

মালঞ্চ কাব্য। (দ্বিতীয় সংস্করণ) সুকবি চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত ও দেবেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১‖৹, ১৲, ৸৹

দেউল কাব্য। সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত ও কতকগুলি কবিতার ইংরাজি পদ্যে অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।